নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

There are more things in heaven and
earth, Haratio,
Than are dreamt of in your philosophy.
(Shakes-pear)

শ্রীযদুনাথ সে[illegible]

কর্ত্তৃক

বিরচিত।
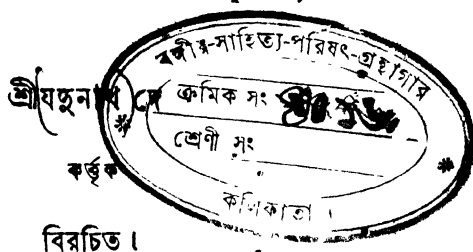
যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২২ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ-পত্র।
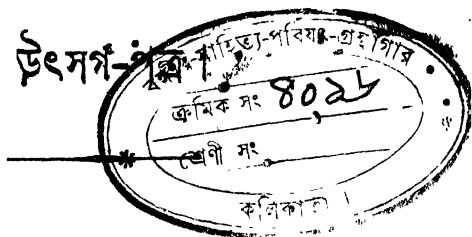
যিনি সমগ্রজীবনব্যাপী কঠোর সাধনা-বলে জগৎকে এক অভিনব তত্ত্বের আলোক প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ায় জগৎ স্তম্ভিত ও বিমোহিত, সেই সর্ব্বদেশব্যাপী তত্ত্ববিদ্যা-সভার (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠাত্রী পরমমনীষিণী স্বর্গীয়া ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কীর পবিত্র নামে তাঁহারই "Bewitched life" নামধেয় সত্য-ঘটনা-পূর্ণ অদ্ভুত আখ্যায়িকার এই ক্ষুদ্র অনুবাদ, গ্রন্থকারের অসীম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ উৎসৃষ্ট হইল।

ভূমিকা।

(বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ বি, এল্
কর্ত্তৃক লিখিত।)

তত্ত্ববিদ্যা-সভার প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কির নাম ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে অপরিচিত নহে। তিনি এবং তাঁহার সহযোগী কর্ণেল অল্‌কট্ ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতে শুভাগমন করেন, তখন তাঁহাদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন জড়বাদী নাস্তিক্যস্পৃষ্ট হিন্দু-যুবকের হৃদয়ে এক আন্দোলনের তুফান উত্থিত হয়। তাহার ফলে আজ হিন্দু, আবার জগতের সমক্ষে সগর্ব্বে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি ঋষি-শিষ্যা। তিনি সিদ্ধ গুরুর চরণতলে উপবেশন করিয়া সাধন-বলে যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জড়বাদী ইহকালসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে চমৎকৃত করিয়া তাহা-দিগের চিত্তকে অধ্যাত্মবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি সময় সময় অনেক “ভেল্কি” প্রদর্শন করি-তেন। “পাইওনিয়র” পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিষ্টার সিনেট, ন্যাশানেল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার হিউম্ প্রভৃতি কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তিকে তিনি এইরূপে অবিশ্বাসের অন্ধকার হইতে বিশ্বাসের আলোকগণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কির জীবনের এই একদিক্, অন্যদিক্ তাঁহার অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচুর্য্য, রহস্য-তন্ত্রে অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা ইত্যাদি। এ সকলের পরিচয় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "Secret Doctrine" এ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কির প্রতিভার আর একদিক্ ছিল, যাহার সহিত সাধারণে ততটা পরিচিত নহেন। সেদিক্ তাঁহার গল্প বলিবার ও লিখিবার ক্ষমতা। তাঁহার সহচরদিগের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি যখন অলৌকিক রহস্যের গল্প বলিতে প্রবৃত্ত হইতেন, শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া সময় ভুলিয়া একান্তমনে সেই গল্প শুনিত। এরূপ সত্য-মূলক এবং সত্যসম্পূর্ণ কত গল্পই যে ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি জানি-তেন ও বলিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এরূপ অনেক গল্পই মুখে মুখে রহিয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার শেষ জীবনে এইরূপ কয়েকটী গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি কোন কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার অল্প দিনের পর এই সকল গল্প সংগৃহীত হইয়া "Nightmare tabs" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল গল্পের মধ্যে সত্যঘটনামূলক অত্যাশ্চর্য্য গল্পের নাম "The bewitched life"। "নাস্তিক ও জাপানী যোগী" নাম দিয়া শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে মহাশয় এই গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা শুধু গল্প নহে। ইহার

মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয় যোগক্রিয়ার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় গল্পচ্ছলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহার পাঠক কেবল যে অদ্ভুতরসে আপ্লুত হইবেন তাহা নহে। ইহার সাহায্যে অধ্যাত্ম-রহস্যের কোন কোন গুপ্তদ্বার তাঁহার জন্য উদ্‌ঘাটিত হইবে॥

যদুবাবুর লিপিকৌশল এবং অনুবাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে পাঠক নিজে বিচার করিবেন, তবে আমার মনে হয় যে, সম্ভবতঃ গ্রন্থ-পাঠান্তে পাঠক আমার সহিত একমত হইয়া বলিবেন যে তিনি এই গ্রন্থে সেই কৌশলের ও কৃতিত্বের বেশ পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাস্তিক ও জাপানী যোগী।

গ্রন্থারম্ভ। *
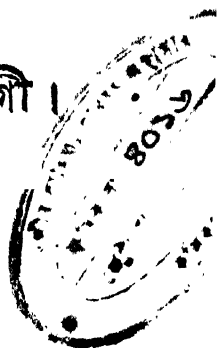
খৃষ্টীয় ১৮৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক অমানিশায় মন্দ মন্দ শীতল পবন বহিতে ছিল। "রাইন্" নদীর কূলবর্ত্তী একটী নগরের অধিবাসীগণ, দিবাভাগের পরিশ্রমান্তে স্ব স্ব ক্লান্ত দেহ শয্যাশায়ী করিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা-দেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতে ছিল। রাজপথে আর দিবাভাগের জনতা, পশুপক্ষীর সমাগম, মানবের সুখ-দুঃখের কোলাহল বা চীৎকার কিছুই ছিল না। রজনী নিস্তব্ধ, ভীষণ ও ঘোর-তিমিরাচ্ছন্ন। অপিচ, ঘন কুজ্ঝটিকায় নিশীথিনীর ভীষণতা ভীষণতর এবং কৃষ্ণান্ধকারের গাঢ়তা গাঢ়তর করিয়াছিল।

---

* "The following story appeared originally in the Theosophist. Several of such stories by H. P. B. have appeared in various publications, and previous to her departure she collected them together and thoroughly revised them, adding fresh matters for publication. H. P. B. used to refer to this collection as her Night mare Tales. (Editor Lucifer.)

বহির্ভাগ যেরূপ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ, গৃহাভ্যন্তরও সেইরূপ নীরব ; গাঢ় নিদ্রাতে সকলেই অভিভূত।

আমিও শয্যাশায়ী ছিলাম। কিন্তু আমার নিদ্রা বা শান্তি ছিল না। তদ্বিপরীতে দারুণ যন্ত্রণা ও অস্থিরতা ছিল। কয়েক দিন হইতে আমি বাত-ব্যাধির তীব্র যাতনায় অস্থির ও শয্যাগত ছিলাম। আমার গৃহেও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু সুকবি "লং ফেলো"র (Long fellow) ন্যায় আমি নিস্তব্ধতার ধ্বনি শুনিতে ছিলাম। আমার ব্যাধিগ্রস্ত দেহের প্রত্যেক ধমনীতে যে রক্ত-প্রবাহ চলিতে ছিল, তাহার কেমন এক-প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব "শোঁ শোঁ" শব্দ, আমার শ্রুতিগোচর হইতে ছিল। সেই শব্দে গাঢ় মনোযোগ করিলাম। মনে হইল, যেন তাহা কোন সুদূর জলপ্রপাতের শব্দ ; কিন্তু সেই শব্দ পরক্ষণেই সুমধুর সঙ্গীতবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। রব মৃদু ও অস্পষ্ট, এবং মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত বোধ হইতে লাগিল। রব ক্রমশই নিকটস্থ এবং পরিশেষে আমার কর্ণের নিকট ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ধবল তুষারাচ্ছন্ন সুবৃহৎ সরোবরের এক প্রান্তে কথা কহিলে সুবিমল ও অপরিচ্ছিন্ন বায়ুমণ্ডল সাহায্যে অপর প্রান্তে সেই কথা যেমন সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর ও সন্নিহিত বোধ হয়, উপরিউক্ত ধ্বনি, আমার নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অবশেষে আমি সেই কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলাম, এবং আশা-ভয়-বিজড়িত ঔৎসুক্য-সহকারে তৎপ্রতি গাঢ়

মনোনিবেশ করিলাম। যে মনীষীর সেই কণ্ঠস্বর, তাঁহাকে আমি হৃদয়ের সহিত পূজা ও ভক্তি করিতাম। তাঁহার সৎ ও করুণ উপদেশ, আমার নিকট নিত্য মধুর ও সান্ত্বনা-প্রদ ছিল। সুতরাং এক্ষণে আমার এই অসহ্য ব্যাধি-যন্ত্রণার সময়ে তাঁহার সেই মধুর বাক্য, আমার নিকট অতীব মধুর ও সুললিত বোধ হইতে লাগিল। শুনিলাম—

"ভয় নাই—সুখের দিন স্মরণ কর। প্রকৃতি হইতে যে সত্য লাভ করিয়াছ, তাহার অনুশীলন কর। ভ্রম-পূর্ণ মানবের যে ভ্রম পদে পদে, তাহা লক্ষ্য কর। সেই অবিনাশী সত্যে ভ্রান্ত মানবের যে কীদৃশ সন্দেহ-বাদ, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ কর। বৎসে! আজ এক অতি আশ্চর্য্য ও রহস্যপূর্ণ জীবনী শুনিতে পাইবে। তাহাতে জনৈক ভ্রান্ত মানবের নাস্তিক্য ও সন্দেহ-বাদের কি যে ভীষণ পরিণাম, তাহাও দেখিতে পাইবে। বৎসে! তোমার পুরোবর্ত্তী "ঐ দিকে" দৃষ্টিপাত কর।"

"ঐদিকে" বলিতেই যে একটী জন-শূন্য অট্টালিকার সম্মুখস্থ গবাক্ষ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমার শয়ন-কক্ষের সম্মুখভাগে একটী পথ ছিল। তাহার অপর-পার্শ্বেই সেই অট্টালিকা। সেই গৃহের উক্ত গবাক্ষ, আমার শয়নকক্ষ-গবাক্ষের পুরোবর্ত্তী ও সমকেন্দ্রিক।

"ঐদিকে" দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তন্ময় হইয়া পড়িলাম। শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক অশান্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

"ঐদিকে" কৃষ্ণ-কুজ্ঝটিকা, সর্পাকারে গবাক্ষকে বেষ্টন করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃহৎ অজগরের ন্যায় তাহার কুণ্ডলাকৃত বিশালায়তন প্রসারিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিশালায়তনময়ী কৃষ্ণ-কুজ্ঝটিকা অবিলম্বেই অপসৃত হইল, এবং তৎ পরিবর্ত্তে শুভ্র রজত-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সেই জ্যোতির ছটায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত ও গবাক্ষস্থ কাচগুলি চমকিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ বহির্দ্দিক্—তদনন্তর গৃহাভ্যন্তর হইতে বিদ্যুচ্ছটা ছুটিতে লাগিল।

"ঐদিকে" আমি ভয়-বিহ্বল-চিত্তে চাহিয়া আছি। সেই কুজ্ঝটিকা পুনরায় দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। কুজ্ঝটিকা ক্রমশঃ লম্বীভূত হইয়া সেতু-আকারে সেই জন-শূন্য অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে আমার শয়ন-কক্ষের গবাক্ষ পর্য্যন্ত, পরিশেষে আমার শয্যাপার্শ্ব পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। উক্ত অট্টালিকা ও তাহার গবাক্ষ আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, এবং সেই স্থানে কেবল একটি কক্ষ আমার প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। কক্ষের ভিত্তিগুলি গ্রন্থালম্বে (আলমারিতে) পরিশোভিত। গ্রন্থালম্বাবলী পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন নানাবিধ গ্রন্থাদিতে পরিপূর্ণ। গৃহের মধ্যস্থলে পুরাগত একটি বিশাল "টেবল্", এবং তদুপরি নানাবিধ হস্তলিপি ও লিখিবার উপকরণাদি

শোভা পাইতেছিল। "টেবল্"এর সম্মুখে "কুইল্ পেন্" হস্তে এক কঙ্কালাবশিষ্ট বৃদ্ধ উপবিষ্ট। তাঁহার বর্ণ পীত, শরীর শীর্ণ ও বদনমণ্ডল শুষ্ক, বিষণ্ণ ও ভীতি-ব্যঞ্জক।

বৃদ্ধকে সুস্পষ্ট দেখিবার জন্য আমি শিরোধানের উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া আস্তে আস্তে মস্তকোত্তোলন করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম যে, সেই কক্ষ, টেবল্, লেখক ও কক্ষস্থ দ্রব্যাদি অকস্মাৎ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং লেখক সেই কুজ্মটিকা-সেতু অবলম্বনে শনৈঃ শনৈঃ নিস্তব্ধ পাদ-সঞ্চারে আমার কক্ষের অর্গলাবদ্ধ গবাক্ষের মধ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

পুনরায় সেই মধুর ও সান্ত্বনাপ্রদ বাক্য আমার কর্ণসমীপে ধ্বনিত হইতে লাগিলঃ—

"বৎসে! শ্রবণ কর—লেখক কি চিন্তায় তদ্গত-চিত্ত এবং কি লিখিতেই বা তিনি উদ্যত হইয়াছেন! তিনি যে উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর; তাহা শুনিলে তোমার দৈহিক যন্ত্রণা নিবৃত্ত ও মানসিক উদ্বেগ উপশান্ত হইবে। অনিদ্রাজনিত কোনরূপ কষ্টের আবির্ভাব হইবে না। বৎসে! শ্রবণ কর।"

আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। বৃদ্ধকে অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। বৃদ্ধের লক্ষ্য আমার দিকে থাকিলেও

তাঁহার লেখনীর বিরাম ছিল না। অজস্র "ঘস্ ঘস্" শব্দ অস্পষ্ট "ফুষ্ ফুষ্" শব্দের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে ছিল। সতৃষ্ণ নয়নে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই শব্দে কর্ণপাত করিয়া এই ধারণা হইল যে, বৃদ্ধের লেখনী পরিচালিত হইতেছে না, কিন্তু বৃদ্ধ তন্ময় হইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ হস্তলিপি অধ্যয়ন করিতেছেন! কিন্তু পরক্ষণেই আমার এই ধারণাও ভ্রমাত্মক—বুঝিতে পারিলাম। বৃদ্ধের অধরৌষ্ঠ সংযুক্ত ও অচঞ্চল এবং শব্দ যেরূপ কর্কশ ও অদ্ভুত তাহা মানবকণ্ঠসম্ভূত, সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ হস্তলিপি অধ্যয়ন করিতেছিলেন না, কিন্তু "কুইল্ পেন্-" সংযোগে কি যেন পত্রস্থ করিতেছিলেন। তাঁহার শীর্ণ অঙ্গুলী কর্ত্তৃক যে 'কুইল্ পেন্' পরিচালিত হইতে ছিল, সেই লেখনীর মুখ হইতে এক একটি কথা, উজ্জ্বল বর্ণ-বিশিষ্ট অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিঃসৃত ও যুগপৎ ধ্বনিত হইতে ছিল। বস্তুতঃ লেখক আমার বর্ত্তমান আবাস-ভূমি জর্ম্মণী হইতে শত সহস্র যোজন দূরে থাকিলেও আমি সেই লেখনীর শব্দ সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম।

*** *** ***

যাহা শুনিয়াছি, তাহা ভুলি নাই, মানসপটে তৎসমুদায় অবিকল অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং তাহা যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণনা করা আমার পক্ষে কঠিন বা আয়াস-সাধ্য নহে। দুঃখের বিষয়, আমি লেখকের নাম জানিতে পারি নাই।

পাঠক, ইচ্ছা করিলে এই আখ্যায়িকাকে স্বপ্ন বা "Halluci-nation" মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা ভাবিলেও আশা করি, ইহা আপনার অপ্রীতিকর হইবে না।

(স্বর্গীয়া ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কীর উক্তি।)

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

প্রথম অধ্যায়।

নাস্তিক।

সুইজরলণ্ডের অন্তঃপাতী একটী পল্লীগ্রামে আমার জন্ম হয়। গ্রামটী অতি মনোহর। ইহার এক দিকে ধবল তুষারাবৃত সুতুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, অপর দিকে শ্যামল বনরাজি-শোভিত অনুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী। প্রকৃতির লীলা-ভূমি এই "স্বর্গদপি গরীয়সী" জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে নানারূপ দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক যন্ত্রণায় জীবন অতি দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছিল। মৃত্যু ভিন্ন এজীবনে আর শান্তি নাই, এই ভাবিয়া আজ ৩৭ বৎসর হইল, 'এইখানে মরিব' বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখনও মৃত্যু হইল না। জন্মভূমির স্বাস্থ্যকর জল-বাতাসে বিপরীত ফল ফলিল। যে রহস্য এতদিন হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে হইবে বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। আমার মর্ম্মকথা রহস্যপূর্ণা ও বিভাষিকাময়ী। মনে করিয়াছিলাম, এ রহস্য কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমার এইরূপ মনে করিবার কারণ কি? কারণ

আর কিছুই নহে—কিছু আমার বাল্য-শিক্ষার দোষ, কিছু আমার বদ্ধমূল সংস্কারের বিপর্য্যয়-ঘটনার সমাবেশ-জন্য। অনেকে এই রহস্যময় ঘটনাকে "ভৌতিক" বা "দৈবিক" মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমার ভূতে বা দেবে বিশ্বাস নাই; অথচ ইহা যে অমূলক স্বপ্ন মাত্র, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, ইহাতে কার্য্য-কারণ উদ্দেশ্য-সম্বন্ধ যথাযোগ্যরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে। যদিও কালের প্রভাবে আমার দেহ জরা ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তথাপি আমার স্মরণ-শক্তির কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। এই ভয়াবহ ঘটনার প্রত্যেক অংশ, এমন কি, অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ও আমার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই আখ্যায়িকা-বর্ণিত জনৈক মহাত্মা এখনও জীবিত আছেন। তিনি আমার সমস্ত দুর্ঘটনার মূল। তাঁহার নাম-স্মরণ মাত্রেই আমার শরীর কণ্টকিত হইলেও আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি আমার শোচনীয় অবস্থাকে দারুণ ভীতি ও যাতনার সংমিশ্রণে অধিকতর শোচনীয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি। তিনিই আমার বদ্ধমূল সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জীবনের প্রকৃত পথ দেখাইয়াছেন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুইজরলণ্ড দেশে আমার জন্ম হয়। কিন্তু আমার পিতা মাতা ফ্রান্স-দেশীয় ছিলেন। তাঁহারা "ভাল্‌টায়ার" (Voltaire) "রোশ" (T. P. Roussiou) ও

"ডি হোলবাকে"র (D Halbach) জগদ্বিখ্যাত (Trinity) "ট্রিনীটী"র জ্ঞানবীজ, আমার সুকুমার মানসক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলেন এবং জার্ম্মন্-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার দোষে আমি পূর্ণজড়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই পরিদৃশ্যমান জড় প্রকৃতি ভিন্ন তাহার অন্তরে বা বাহিরে কোথায় কোন একটী কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা-পথে আনিতে পারিতাম না। যাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা অলীক ও স্বপ্ন-প্রসূত মনে করিতাম। প্রত্যেক মানবে আত্মা বিদ্যমান, স্বীকার করিয়াও উহা জড়ময় বলিয়া তর্ক করিতাম। মহাত্মা (Origen) অরিগেন্, ঈশ্বরকে যে চৈতন্য সংজ্ঞায় বিশেষিত করেন, তাঁহার সেই "চৈতন্য," জড়দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক প্রকার পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু, ইহার বিশেষ ধারণা করিতে পারিতাম না। অতএব যে চৈতন্যকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারা যায় না, সেই "চৈতন্য" কিরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অথবা এই প্রত্যক্ষীভূত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হইতে পারে, ইহাই আমি তর্ক করিতাম। এইরূপে চৈতন্য-বাদে উপেক্ষা ও চৈতন্যবাদীগণকে ঘৃণা করিতে লাগিলাম। জড়বাদ আমার মূলমন্ত্র হইয়া পড়িল। প্যাষ্কল (Pascal) তাঁহার চিন্তা-প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ঘোর সন্দেহ-বাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কেবল সন্দেহ-বাদ নহে, ঈশ্বরের অনস্তিত্বই প্রচার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। উক্ত চিন্তাশীল মনীষীর,

কয়েকটী কথা আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং সময়ে সময়ে তাহা হৃদয়ের আবেগে উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইতাম। তাঁহার উক্তি এই :—

"I have examined if the God of whom all the world speaks, might not have left some marks of himself—I look everywhere, but everywhere I see nothing but obscurity—Nature. offers nothing that may not be a matter of doubt and inquietude."

"যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিখিল জগৎ ঘোষণা করে, তাঁহার কোন চিহ্নই আমি এজগতে খুজিয়া পাইলাম না। আমি প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কই, গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিন্ন সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আমার নয়ন-গোচর হইল না। প্রকৃতির এমন কোন পদার্থই পাইলাম না যে তাহা জটিল ও সন্দেহ-পূর্ণ নহে।" আমিও আজ পর্য্যন্ত এমন কিছু দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে আমার ধারণা কিছু মাত্র বিচলিত হইতে পারে। আমি কখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস করি নাই, এবং কখনও করিব না, কিন্তু মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য মহর্ষিগণ যেরূপ প্রচার করেন, এবং যে শক্তির সাধনায় মানব ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারেন, সেই শক্তি ও সেই সিদ্ধ মনীষীগণকে আমি কখনও উপেক্ষা করিতে পারিব না, এবং আমার জীবন থাকিতে এতৎ সিদ্ধি বা বিভূতি সম্বন্ধে কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিব না। এই শক্তির পরিচয় আমি

বিলক্ষণ পাইয়াছি। এই শক্তি বড়ই ভীতি ও যন্ত্রণাদায়ক। ইহা যে স্থান হইতে বা যে কারণ-প্রযুক্ত উৎপন্ন হউক্ না কেন, আমি ইহাকে বড় ভয় ও ঘৃণা করি।

কালচক্রের পরিবর্ত্তন সহকারে আমাদের সাংসারিক অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমার পিতার মৃত্যুর পরে নানাবিধ গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় প্রায় সমগ্রসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। সংসারে এক মাত্র স্নেহশালিনী জেষ্ঠা ভগিনীই আমার একমাত্র অবলম্বনীয় হইলেন। অবশেষে নানাকারণ বশতঃ তিনি এক দরিদ্রের পাণিগ্রহণে বাধ্য হইলেন এবং অর্থোপার্জ্জন জন্য আমি হাম্‌বার্গের জনৈক ধনাঢ্য বণিকের অংশীদার হইয়া বাণিজ্যাভিলাষে জাপান অভিমুখে সমুদ্র-পথে যাত্রা করিলাম।

কয়েক বৎসর আমার ব্যবসায় বেশ চলিতে লাগিল এবং অনেক ধনপতি জাপানীর আমি অত্যন্ত বিশ্বাস-ভাজন হইলাম। তৎসময়ে যে সকল স্থানে বিদেশীয়গণের সমাগম দুষ্কর ও আয়াসসাধ্য ছিল, আমি সেই সকল স্থানে তাঁহাদের সাহায্যে অনায়াসে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলাম। আমার কোন ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ছিল না; বিশেষতঃ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন ধর্ম্ম "বৈজ্ঞানিক" থাকে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম। আমি তজ্জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জাপানী-গণের ধর্ম্মানুশীলন করিতে লাগিলাম, এবং অবকাশ কালে জাপানের প্রধান প্রধান ধর্ম্মমন্দির দেখিতে লাগিলাম।

কিয়োটো (Kioto) নগরের যে সুপ্রসিদ্ধ ৯৬টী ধর্ম্ম মন্দির ছিল, তাহার প্রত্যেকটীই আমি দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে “ডেবউ”র (Day—Bootzoo) মন্দির ও তাহার সুবিরাট্ ঘণ্টা, “ইউনিন” (Tzeonene) “এনারিনো-এসারো (Enarino yassaro) “কাইমিশু” Kie Missoo) এবং “হিগাঞ্জহং-ভন্‌সি”র (Higadzi-Hong Vonsi) মন্দির সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

এইরূপে জাপানীগণের সংশ্রবে অনেক দিন অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ-ব্যাধির উপশম হইল না। অপিচ আমার বদ্ধমুল সংস্কারের কোন রূপ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি না, তাহাও একবার চিন্তা করিলাম না। পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রাণ পাদরীগণকে যেরূপ হাস্য পরিহাস করিতাম, এক্ষণে জাপানী যোগী ও সন্ন্যাসীগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। বৈজ্ঞানিক মনস্বীগণের অনধীত বা অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব আমি কদাচ বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তজ্জন্য বৌদ্ধগণের ধর্ম্মকথা বা সদুপদেশ আমার নিকট কল্পনাময় বিপ্রলাপ বোধ হইত।

“যেখানে ভোগ, সেখানে মোক্ষ নাই; মোক্ষলাভ জন্য ভোগ-বিলাস পরিত্যাজ্য। যাহারা সুখ সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল বা ইষ্ট ও প্রিয়জন-নাশে শোকাভিভূত হয়েন না, তাঁহারাই নানাবিধ বিভূতি ও অলৌকিক শক্তি-লাভে সমর্থ এবং মোক্ষ তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত।” এই সকল উপদেশ

আমার জড়-বিজ্ঞানাচ্ছন্ন ও মলিন চিত্তে প্রতিভাত হইত না' বরং আমার হাস্য পরিহাস উৎপাদন করিত'।

একদিন তামুরা হায়দারি নামে একজন জাপানী পুরো-হিতের সহিত আমার আলাপ হইল, এবং প্রথম পরিচয়েই তাঁহার প্রতি কি জানি, আমার কেমন গাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারও ধর্ম্মালোচনায় পরিহাস করিবার সুবিধা আমি কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। আমার অযথা পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তিতে তিনি অনেক সময়ে মর্ম্মাহত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক শান্ত ও ক্ষমাশীল প্রকৃতি অনুযায়ী আমার এবম্বিধ উপহাসে ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত না হইয়া "অপেক্ষা কর, জানিতে পারিবে।" এই স্বভাব-সুলভ করুণ বাক্যে তিনি আমাকে নিরস্ত করিতেন।

আমি যে ঈশ্বর বা দেব-দেবী বিশ্বাস করিতাম না, তাহা পরম ভাগবত তামুরা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তামুরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও 'নাস্তিক' বা 'সন্দেহ-বাদী' শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। অনেক জ্ঞাননিষ্ঠ খৃষ্টীয় পাদরীগণের ন্যায় তিনিও বুঝিতে পারিতেন না যে, বিবেকী মনুষ্য মাত্রেই বিজ্ঞানানুমোদিত তত্ত্ব ব্যতীত ভূত, প্রেত, দৈত্য, জিন ইত্যাদি বা কোন অদৃষ্ট জগতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। তিনি আমাকে সতত ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে "মানব চৈতন্যময় জীব, এই

পৃথিবীতে সে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে এবং পাপ-পুণ্যানুসারে দণ্ডিত ও পুরস্কৃত হইয়া থাকে।”

জেরিমি কলিয়ারের ন্যায় তিনি স্বীকার করিতে পারিতেন না যে, তিনি আত্মারহিত বাষ্পময়মস্তকবিশিষ্ট চলনশীল যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহেন, এবং তাঁহার চিন্তাবলী সেই (laws of motion) গতি-নীতি কর্ত্তৃকই অনুশাসিত। *

ইহার উত্তরে তামুরা কহিতেন “যদি আমাদের চিন্তাবলী সেই কথিত অলঙ্ঘ্য গতি-নীতিরই একমাত্র বশবর্ত্তী হইত এবং তদতিরিক্ত কোন প্রকার স্বাধীনতা বা ক্ষমতা আমাদের না থাকিত, তাহাহইলে এই সুগভীর কর্ম্ম বা অদৃষ্ট-তত্ত্ব মূর্খের সান্ত্বনা রূপে পরিণত হইত।”

এইরূপে আমার সেই আধ্যাত্মবিৎ বন্ধুবর সময়ে সময়ে

* "Laws of motion"এর প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় "গতি-নীতি" অপেক্ষা কোন ভাল কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত এই “গতি-নীতি” বুঝাইতে হইলে অনেক লিখিতে হয়। জড়বাদী (Materialists) এবং চৈতন্যবাদীর (spiritualists) মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় এই গতিনীতি স্বীকার করেন। জড়বাদীর মতে প্রত্যেক পরমাণুতে গতিশক্তি (forces of attraction and repulsion) নিহিত রহিয়াছে। এই গতিশক্তি-পরিচালিত পরমাণুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণই জগতের উৎপত্তির কারণ এবং চৈতন্য ইহার চরম অভিব্যক্তি।

অদৃষ্টবাদীর (Necessitarian) মতে জড় এবং চেতন উভয়বিধ পদার্থই গতিনীতি দ্বারা পরিচালিত। মানুষের পুরুষকার কথার কথা মাত্র। গ্রন্থকার।

অদৃষ্ট-তত্ত্ব, জীবের পরলোক-গমন ও দেহান্তর-প্রাপ্তি ইত্যাকার-নানা জটিল তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, কিন্তু তৎসময়ে তৎসমুদায় আমার নিকট কেমন বিপ্রলাপ প্রতীয়মান হইত।

একদিন তিনি বলিয়াছিলেন "এই চৈতন্যময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া যদি আমরা এক্ষণে চৈতন্য-জ্ঞান লাভ করিতে না পারি, তবে এই দেহের অভাবে চৈতন্য-জ্ঞানানন্দ-লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

তাঁহার এই সকল বাক্য শুনিয়া আমি উচ্চ হাস্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তামুরার হৃদয় প্রশান্ত সাগরবৎ, তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত না হইয়া বলিয়াছিলেন, "নাস্তিক বন্ধুবর, হাস্য সম্বরণ কর; ভাবিয়া দেখ, এই দুর্লভ মানব-জীবন প্রাপ্ত হইয়া ইইজীবনে যদি আমরা চৈতন্যের আধারোপযোগী একটী সুদৃঢ় অধ্যাত্ম-ভবন সৃজন করিতে না পারি, তাহা হইলে এই জড়মর্ত্ত্যভূমিতে জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যময় জীবাত্মার কোথায় অবস্থিতি হইবে? জড়ের পক্ষে যেমন এই জড় মর্ত্ত্যলোক, চৈতন্যের পক্ষে তদনুরূপ কোন চৈতন্যলোকের আবশ্যক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "সেই চৈতন্য-লোক কোথায়?"

তামুরা। বৌদ্ধগণ তাহাকে "তুষিত দেব লোক" কহে। মনকে আপনারা মস্তিষ্কস্থ যন্ত্র-বিশেষ কহেন, কিন্তু এই মনের সাহায্যে মানব ইহলোকেই স্বর্গ বা নরক রচনা করিতে পারেন এবং এই জড় প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পরেন, এমন কি সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারেন।

আমি। সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তামুরা। অসম্ভব কিছুই নহে। প্রগাঢ় ধ্যান ও সত্ত্বগুণের পরিস্ফুরণে ঐরূপ শক্তি-লাভ হইতে পারে।

আমি। আপনার অভিপ্রায় এই যে "নাসিকার উপর দৃষ্টিস্থাপন।" যদি কেহ সেইরূপ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার উপায় কি?

তামুরা। তাহাকে ইহজীবনের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ-কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে হইবে। অবিলম্বে পুনর্জ্জন্ম অথবা "অবীচি" (নরক) প্রাপ্ত হইবে। আমার মতে পরলোকের জন্য প্রস্তুত ও চৈতন্যের নিকট অগ্রসর হইতে প্রত্যেক মানবেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এবং যত সত্বরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই শ্রেয়স্কর; অনর্থক কালবিলম্বে প্রয়োজন কি?

আমি। যদি কেহ সেই চৈতন্যে বিশ্বাস না করে, তবে তাহার কি হইবে?

তামুরা। বিশ্বাস করিতে না পারিলেও সন্দেহ থাকিতে পারে, এবং সেই সন্দেহ যদি তাহার মানস-মন্দিরে যৎসামান্য স্থানও লাভ করিয়া থাকে, এবং যদি মূহূর্ত্তেকের জন্য একবার সেই মানস-মন্দির উন্মোচনের চেষ্টা করে, তাহা হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

আমি। আপনি কি? কবি না দার্শনিক! আপনার প্রত্যেক কথাই কেমন দুর্ব্বোধ্য ও রহস্য-পূর্ণ।

তামুরা। রহস্য কিছুই নাই, তথাপি আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। মনে করুন, কোন স্থানে একটী মন্দির আছে, সেই মন্দির আপনি কখন দেখেন নাই, এবং সেই মন্দিরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবারও আপনার যথেষ্ট কারণ আছে; এক্ষণে যদি কেহ বলপূর্ব্বক আপনাকে সেই মন্দির-সমীপে লইয়া যায় এবং আপনি যদি কৌতূহল-পরবশ হইয়া সেই মন্দির-দ্বার উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে মূহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি-নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সেই মন্দিরের সহিত আপনার এক প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আপনি কখন মন্দিরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না, অথবা মন্দির-প্রবেশ এবং মন্দিরস্থ ব্যাপার-দর্শন ইত্যাদি ঘটনা কখনই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনি এই মানস মন্দিরে যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, এই রক্তমাংসজড়িত জড় দেহের অবর্ত্তমানে জীবাত্মা সেই সকল কর্ম্মের প্রকৃতি অনুযায়ী পর-লোকে ফল ভোগ করিবে।"

তামুরা হাইদারি ইওনিন (Temple of Tzi-onene) মঠ-ভুক্ত ছিলেন। এই মঠ কেবল জাপানে নহে, চীন ও তিব্বতের মধ্যেও অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। কিয়াটো-নগর-বাসীগণ এই মঠের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, অন্যান্য মঠের প্রতি সেইরূপ নয়নগোচর হইত না। ইহার সন্ন্যাসীগণ জেনেডু (Sect of Dzeno-doo) সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ "ভ্রাতৃমণ্ডলী" অপেক্ষা

ইঁহারা অধিকতর জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন। লেওজী (Lao-tze) মঠাবলম্বী সংসারত্যাগী যমাবুশীর (yamaboo-shi) সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং আমার ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সামান্য উত্তেজনায়ই তামুরার প্রশান্ত মন উত্তেজিত হইয়া উঠিত এবং আমার সন্দেহ-ব্যাধি-দূরীকরণ জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। তিনি বহুকাল, এমন কি, জীবনের দুই তৃতীয়াংশ কাল অধ্যাত্মজ্ঞানালোচনায় অতি-বাহিত করিয়াছিলেন; এবং দিবসের অধিকাংশ সময় ধ্যান ও সমাধিতে কাটাইতেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, পরিশ্রম কখনও বিফল হয় না। পরিশ্রমানুরূপ ফল অবশ্যই তিনি পাইবেন। এমন কি, ইহ-জীবনে পরিশ্রমানুরূপ যেরূপ পুরস্কার পাইতে পারেন, পরজীবনে তাহার শত সহস্রগুণ অধিক পরিমাণে পাইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আমার সম্বন্ধে আপনি যে মন্দিরের উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, সেই মন্দিরে যদি আমি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া আর সেখানে পদার্পণ না করি, তাহা হইলে তাহার ফল কি হইবে?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন "আমরা ইহজীবনে যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা ভালই হউক্ বা মন্দই হউক্, তাহার সংস্কার আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। যদি আপনি ক্রোধ-ভরে বা ঘৃণা-সহকারে সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন, তবে আপনি ক্রোধ ও ঘৃণাই প্রাপ্ত হইবেন। আপনার জীবন দুঃখময় হইবে। আপনাকে

পুনঃ পুনঃ ক্রোধ ও ঘৃণা-সংহকারেই সেই মন্দির-দ্বার উন্মোচন করিতে হইবে।”

“যদি আমার পুনরায় জন্ম না হয়, তবে আমাকে কিরূপে সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে?”

আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তামুরা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে মৃদুস্বরে কহিলেন “আমার বোধ হয়, তাহা হইলেও আপনাকে পুনঃ পুনঃ দ্বার উন্মোচন করিতে হইবে এবং সেই কাল অতি সামান্য হইলেও আপনার নিকট অনন্তকাল রূপে প্রতীয়মান হইবে। *

এইবার আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিলাম। সরল তামুরা অবাক্ ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক আলোচনার পরিণাম যে এই হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অধিকতর স্নেহভরে ও কৃপা-দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমিও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

“যে পরলোক সম্বন্ধে আপনার এতাধিক দৃঢ় বিশ্বাস, সেই

* “In that case, you would have, I fear, only to open and shut the temple door over and over again during a period which, however short, would seem to you an eternity.”

পরলোকে আমাদের ইহ-জীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই কি পুনরভিনীত হইবে ?”

“কেবল পুনরভিনয় নহে, ইহজীবনে আমরা যে সকল অভিনয় করিয়া থাকি, সেই অভিনীত কর্ম্মের শুভাশুভ প্রকৃতি অনুযায়ী ফল-লাভও হইয়া থাকে। যে সকল প্রবল বাসনা আমরা ইহজীবনে পূর্ণ করিতে পারি না, তাহাও সেইখানে পূর্ণ হইবে। কিন্তু আপনি নাস্তিক, এই সকল সূক্ষ্ম-তত্ত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, সেই জন্যই আপনাকে একটা স্থূল মন্দিরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ছিলাম। এ বিষয়ে আপনার কোন অপরাধ নাই। আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী। যাহা হউক্ আমি প্রার্থনা করি, আপনার মঙ্গল হউক।” এই বলিয়া তামুরা হায়দারি জাপানী-পদ্ধতি অনুসারে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তামুরার সদুপদেশ আমার মৃৎপিণ্ডবৎ মলিন চিত্তে তৎকালে প্রতিভাত হইত না। যমাবুশীগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, আমার বড়ই অপ্রীতিকর হইত। তাঁহারা যে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, তাহা আমি তখন বিশ্বাস করি নাই। কিয়াটো নগরের প্রত্যেক জাপানী, এমন কি, অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ আমার অংশীদার, সেই যমাবুশীগণকে বিশেষ আদর করিতেন। তাঁহাদের শক্তি সম্বন্ধে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক অধোদৃষ্টি, বদ্ধাঞ্জলি ও প্রশান্তগম্ভীর মূর্ত্তি, আমার নিকট যেন কপটতা ও শঠতার

আদর্শরূপে পরিগণিত হইত। আমি হিংসা-দ্বেষ-পূর্ণ-বিপৎসঙ্কুল-সংসারত্যাগী ও ভিক্ষুকবেশধারী যমাবুশীগণকে সামান্য ভিখারী বলিয়া উপেক্ষা করিতাম। আমার ধারণা তখন এই ছিল যে, অর্থোপার্জ্জন অভিপ্রায়ে মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকের নিকট তাহারা বৃথা জ্ঞানাভিমান প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে মোহিত ও প্রতারিত করিয়া থাকে, এবং লোকালয়ে থাকিলে পাছে তাহাদের প্রতারণা-কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নির্জ্জন ও দুরধিগম্য গিরি-কোটরে বাস করিয়া থাকে। আমার হিতৈষী বন্ধুগণ, আমার এই ভ্রম-ধারণা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তাহা বিফল হইয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, যদিও এই সকল যমাবুশী পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে বাস করেন এবং যদিও বিষয়াসক্ত সংসারীগণের সংস্রবে আসিতে ভাল বাসেন না এবং কাহাকেও তাঁহাদের আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেন না, তথাপি উপযুক্ত চেষ্টা করিলে তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি এই সম্প্রদায়ী গুরু ও শিষ্য উভয়কেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম। আমার এমনি দুর্ব্বুদ্ধি যে, প্রসিদ্ধ সিণ্টগণকে (Sintos) মূর্খশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলাম। অবশেষে ইহার পরিণাম এই হইল যে, অনেক শিক্ষিত ও উচ্চপদবীস্থ জাপানীগণ আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। কারণ, এই সিণ্ট-সম্প্রদায়-ভুক্ত মনীষিগণ জাপান দেশে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং মহাত্মা মিকাডো (Mikado) সেই

সম্প্রদায়ের অধিপতি এবং সেই সম্প্রদায়ের গুরুগণ (Sinto kanusi) জাপানের উচ্চশ্রেণীস্থ অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও পূজিত হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের বেশ ভূষায় "যমাবুশী-" গণের ন্যায় কোন বিশেষত্ব ছিল না। সাধারণ জনপদবাসী-গণের ন্যায় তাঁহারা অবস্থান করিতেন। সুতরাং বিদেশীয় লোকের পক্ষে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা এক প্রকার অসাধ্য। তাঁহারা ধর্ম্মবিজ্ঞানাদির আলোচনা করিতেন, এবং আমার নিকট অনেক সময় আসিতেন, কিন্তু তাঁহারাই যে সিণ্ট-সম্প্রদায়ী, তাহা আমি চিনিতে পারি নাই।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাপানী যোগী।

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু আমার দুস্ত্যজ সন্দেহবাদ নিরাকৃত হইল না; বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার এক স্নেহশালিনী ভগিনী ছিলেন। আমি তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতাম। তিনি আমাদের জন্য নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যাঁহাকে তিনি ভাল বাসিতেন এবং জীবনের সঙ্গী মনোনীত করিয়াছিলেন, কেবল আমাদেরই জন্য তাঁহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থগিত রাখিয়া অবশেষে এক দরিদ্রের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কে বলে নাস্তিক-হৃদয়ে প্রেম বা ভালবাসা নাই? নাস্তি-কের প্রেম সীমাবদ্ধ বা বিশেষ ব্যক্তিগত নহে, অসীম ও বিশ্বজনীন।

নাস্তিকের রাজ-ভক্তি নাই—আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ-ভক্তি নাই—সাধারণতঃ এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রমপূর্ণ।

কোন কোন নাস্তিক নির্দ্দয় ও কঠিন-হৃদয় হইয়া থাকে সত্য কিন্তু অধিকাংশ আস্তিক নাস্তিক্যবাদী অপেক্ষা ঘোরতর সংসারী ও স্বার্থপর। যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু—যাঁহাদের হৃদয়ে জঘন্য-স্বার্থ-সম্পর্ক নাই—সত্যেই প্রেম এবং যাঁহারা সত্য-প্রাপ্তি-জন্য তর্ক ও বিচারপ্রার্থী, তাঁহারাই 'নাস্তিক' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। যাহা অদৃষ্ট, অপরিজ্ঞাত ও তর্ক বিচারের অবিষয়ীভূত, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় নাস্তিকের হৃদয় প্রাণ, আত্মীয় স্বজন ও সাধারণ মানব মণ্ডলীরই প্রতি আকৃষ্ট হয়। নাস্তিকের পক্ষে এই পৃথিবীই স্বর্গ বা নরক এবং এই পৃথিবীস্থ মানব-মণ্ডলীই তাঁহার উপাস্য দেবতা। সুতরাং কল্পিত স্বর্গ বা নরক ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণের প্রতি নাস্তিকের ভক্তি শ্রদ্ধা কদাচ সঞ্চারিত হইতে পারে না। নাস্তিক প্রেমিক ও রাজভক্ত।

নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। মাতৃস্বরূপিণী জেষ্ঠা ভগিনীরই সুখ-বিধান আমার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। আমি যৌবনের প্রারম্ভেই অর্থোপার্জ্জন জন্য হাম্‌বার্গ প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম। কঠিন পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতাম। আমার জীবনের মহাব্রত ও উচ্চাভিলাষ—আর্ত্তের দুঃখ-নিবারণ ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করণ। আমার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া আমার প্রভুগণ আমাকে আশাতীত উচ্চ পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। আমার হৃদয়ের

সর্ব্বোচ্চ আনন্দ এই ছিল যাহাতে—আমার ভগিনীকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিতে পারি। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু স্নেহ-পাত্রের সংখ্যাধিক্যে আমার স্নেহ-মাত্রা বিভক্ত বা ন্যূন হয় নাই, বরং সকলেরই প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। তাঁহারাই আমার প্রেম-পুত্তলিকা বা আরাধ্য দেবতা। এগার বৎসর মধ্যে আমি দুইবার মাত্র ইয়ুরোপ-গমন করিয়াছিলাম, ইহা কেবল তাঁহাদেরই জন্য। আমি দার-পরিগ্রহ করি নাই। আশঙ্কা, তাহা হইলে স্বোপার্জ্জিত অর্থ বিভক্ত হইবে এবং আমি আশানুরূপ ভগ্নীর সাহায্য করিতে পারিব না।

যথানিয়মে ভগিনীর পত্র পাইতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পত্র বন্ধ হইয়া পড়িল। প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, আমি তাঁহাদের কোন পত্র না পাওয়ায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। পত্র না পাওয়ার কোনই কারণ অবধারণ করিতে না পারায় নানাবিধ অশুভ-চিন্তা ও বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমার উৎকণ্ঠাতিশয় দেখিয়া, তামুরা হায়দারি, জনৈক যমাবুশীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু যমাবুশীর উপদেশ গ্রহণে ঘৃণা হইল। মনে হইতে লাগিল, আগামী-ষ্টীমারযোগে নিশ্চয়ই পত্র পাইব। ষ্টীমার ক্রমশঃই আসিতে লাগিল, কিন্তু ভগিনীর পত্র না পাইয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি অসহ্য হইয়া উঠিল। এক মাস পূর্ব্বে মনের উপর আমার যে ক্ষমতা ছিল, তাহা

ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া পড়িল, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল, এক সামান্যা ও দুর্ব্বলা বালিকার ন্যায় আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। পৃথিবীর একাংশে থাকিয়া সুদূরবর্ত্তী অপরাংশে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অবশেষে গণকের সাহায্য-প্রার্থী হইতে বাধ্য হইলাম।

এক দিন সন্ধ্যার সময় আমার সেই শ্রদ্ধেয় প্রাচীন বন্ধু তামুরা, আমার দারুময়-গৃহ-নিষ্কাশে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে অনেক দিন দেখেন নাই, "আমি কেমন আছি," তাহা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু, আমার কিরূপ ধৃষ্টতা! আমার হাঁসি বিদ্রূপের যেন মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই মনে হইতে লাগিল। প্রকৃত-পক্ষে আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু কি জানি, মানবের অদৃষ্ট ও অলৌকিক শক্তি-প্রসঙ্গ শুনিয়া আমি বিদ্রূপ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যখন জনৈক যমাবুশীকে আমার সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিতেন, তখন এতাদৃশ কষ্ট করিয়া "আমি কেমন আছি" জানিতে আসিবার আবশ্যক কি? আমার এই বিদ্রূপাত্মক কথায় তিনি মর্ম্মাহত হইলেন বোধ হইল; কিন্তু আমার শুষ্ক ও বিষণ্ণ বদন দেখিয়া পরক্ষণেই তাঁহার মুখমণ্ডলে দয়া ও গাম্ভীর্য্যের উদয় হইল। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন যে, তিনি আমাকে পূর্ব্বে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পুনরায়

অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। কারণ. আমার বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র যমাবুশীই প্রবোধ দিতে সমর্থ।

তাঁহার এই কথায় আমার কোন অনুরাগ হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার উপদেশ অসঙ্গত ও প্রলাপব্যঞ্জক তাহাই সপ্রমাণ করিতে আমার কেমন অনুরাগ জন্মিয়া ছিল! আমি তাঁহাকে কহিলাম—"আপনি একজন কেন, আবশ্যক হইলে যথাসংখ্যক যমাবুশীকে একত্রিত করিতে পারেন। আমি কাহাকে চিন্তা করিতেছি এবং যাহাকে চিন্তা করিতেছি সে এ মুহূর্ত্তে কি করিতেছে, আমি তাহাই জানিতে চাহি।"

আমার গৃহেব অনতিদূরে একজন "সিণ্টো" পীড়িত ছিলেন। তাঁহার গৃহে জনৈক যমাবুশী উপস্থিত ছিলেন। আমার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে সত্বরেই তামুরা, আমার নিকট আনয়ন করিলেন।

তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অসাধারণ দীর্ঘকায়। আমি ভাবিয়াছিলাম যে একজন ইতর, অশিক্ষিত ও জঘন্য-প্রকৃতির লোকের সমাগম হইবে। কিন্তু তাহা নহে—ইহাঁর শরীর দীর্ঘ ও ক্ষীণ, প্রকৃতি গম্ভীর, বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় অথচ স্নিগ্ধ ও বদন-মণ্ডল স্থৈর্য্য ও মহত্ত্ব ব্যঞ্জক। দেখিলে মনে হয় যে, নিজের উচ্চ ও মহৎ প্রকৃতি নিজে সম্যক্ অনুভব করিয়া অপরের হীন প্রকৃতি ও নীচাশয়তা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমার অযথা বিদ্রূপাত্মক কথায় তিনি কোন উত্তর করেন নাই। বিকারগ্রস্ত

রোগীর প্রতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন স্নেহ-চক্ষে চাহিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ আমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমি তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টিসংযোগ করিবা মাত্রই দেখিতে পাইলাম—সেই জ্যোতির্ম্ময় পীতবর্ণ যমাবুশীর ঘোর কৃষ্ণ ও ক্ষুদ্র নয়ন-কোটর হইতে এক শুভ্র রজতসূত্রসম কিরণ-রেখা নির্গত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আমার মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। আমার বেশ অনুভব হইতে ছিল, যে, সেই কিরণ-শর আমার অন্তরের সুদূর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অন্তর্নিহিত চিন্তা ও ভাবরাশি সম্যক্ খোদনপূর্ব্বক সবেগে নিষ্কাষণ করিতেছে। আমার এবম্বিধ অননুভূত-পূর্ব্ব অনুভব এবং তদনুরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ উভয়ই হইতে ছিল। আমি অত্যন্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম।

আমি তাঁহার এই মায়াবিদ্যায় সম্যক্ অভিভূত হইয়াছিলাম। ত্রাণ পাইবার জন্য আমি সগর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমার চিন্তা-প্রবাহে তিনি কি দেখিতে পাইলেন? তিনি যাহা উত্তর দিলেন, সম্পূর্ণ সত্য। উত্তর—"দুর্ব্বিষহ উদ্বেগ—জনৈক আত্মীয়ার জন্য—তাঁহার স্বামী ও পুত্র-কন্যার জন্য।"

যে গৃহে তাঁহারা বাস করিতেন, সেই গৃহের সবিশেষ বিবরণ তিনি যেরূপ প্রকাশ করিলেন, তাহা শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। আমি তামুরার প্রতি সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। তামুরার প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু, পরক্ষণেই

মনে হইল যে, আমার ভগ্নী যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার কথা আমি তামুরার নিকট কখন প্রকাশ করি নাই। বিশেষতঃ জাপানীরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। আমরণ বন্ধুর সহিত কপটাচরণ করেন না। আমি তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলাম।

আমি পুনরায় আমার ভগ্নীর অবস্থা জানিতে চাহিলাম। "বিদেশী কখন কথায় বিশ্বাস করেন না, অথবা স্বকীয় জ্ঞান ব্যতিরেকে অপরের জ্ঞানাধিক্যে প্রত্যয় করেন না। সুতরাং বিদেশীর বিশ্বাস স্থাপন জন্য বিদেশীকে তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয় প্রত্যক্ষ করান কর্ত্তব্য। বিদেশী অপরিচিতের আবশ্যকীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন কি?" তিনি ধীর ও বিনম্র স্বরে উত্তর করিলেন।

আমি ইয়ুরোপখণ্ডে "মোহিনীবিদ্যা"-বিষয়ক "মিস্‌মেরি-জম্‌" ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ শুনিয়াছিলাম। সুতরাং যমাবুশীর কথায় আমার কিছু মাত্র আস্থা হইল না বরং এই অসহনীয় উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যেও যমাবুশীকে অপ্রতিভ ও অকৃতকার্য্য করিবার বাসনা জন্মিল। আমি তাঁহার ক্রিয়াপদ্ধতির আচরণে সম্মত হইলাম।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

তৃতীয় অধ্যায়।

অলৌকিক বিদ্যা।

সেই বৃদ্ধ যমাবুশীর ক্রিয়ারম্ভ হইল। সূর্য্যদেব তখন স্বকীয় কিরণ-জাল সংবরণ পূর্ব্বক অস্তাচল গমন করিতেছিলেন। তাঁহার কার্য্যারম্ভের সে-ই উপযুক্ত কাল। যমাবুশী তাঁহার একটী নাতিদীর্ঘ পেটক বাহির করিলেন। তন্মধ্যে একটী লাক্ষাপেটিকা, এক খণ্ড তুঁত-বল্কল-নির্ম্মিত কাগজ এবং একটী লেখনী। তন্ত্রমন্ত্রাদির জন্য তাঁহারা যে বর্ণমালা ব্যবহার করেন, সেই "নইদল" বর্ণ-মালায় একটী পদ, উক্ত লেখনী-সংযোগে সেই কাগজ খণ্ডে রচনা করিলেন। তদনন্তর স্বকীয় বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র গোলাকার দর্পণ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাহা দর্শনার্থ অনুরোধ করিলেন।

এবম্বিধ দর্পণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমি অনেক বার শুনিয়াছিলাম এবং দেখিয়াও ছিলাম। কারণ, ইহা তাঁহাদের সকল মন্দিরেই ব্যবহৃত হয়। শুনিয়াছিলাম—যে তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ

পুরোহিতগণের আদেশানুসারে তাহাতে "দৈজ্—জিন" আবির্ভূত হয় এবং জিজ্ঞাসুগণের প্রশ্নোত্তর দেয়। আমি শ্রবণে অনুমান করিয়াছিলাম যে, যমাবুশী তদনুরূপ কোন "দৈজ্—জিনের" সহায়তায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কিন্তু আমার পক্ষে, যাহা ঘটিল, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও আমার কল্পনাতীত।

দর্পণ-দর্শন মাত্রেই আমার বাহুদেশে—কেমন এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সঞ্চার হইল; আমি দর্পণ-দর্শনে অশক্ত হইলাম। কেমন একপ্রকার ভীতির সঞ্চার হইল, ক্ষণেকের জন্য আমার মস্তিকের ক্রিয়া রহিত হইল। ইহা কি মৃত্যুভয়? না। আমার চৈতন্য একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। আমার অদম্য গর্ব্ব এখনও অক্ষুণ্ণ। এইরূপ পরীক্ষায় আমার ইষ্টানিষ্ট কিছুই হইতে পারে না, ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু কি জানি, কেমন এক প্রকার শীতল তুষারনির্ম্মিত সজীব পদার্থ, আমার মস্তিষ্কদেশ আলোড়ন পূর্ব্বক নানাবিধ ভীতি প্রদর্শন করিল—কখন বা সাঙ্ঘাতিক বিষধরের ন্যায় আমার হৃদয় দংশন করিতে লাগিল—আমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ দর্পণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম।

আমি একখান পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট ছিলাম। দর্পণ দেখিতে যথেষ্ট উদ্বেগ থাকিলেও পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি চিন্তা করিতেছিলাম—দেখিলাম, আমার পর্য্যঙ্কের সন্নিহিত টেবিলের উপরি একখান পুস্তক উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই উন্মুক্ত পুস্তকে

লিখিত ছিল—"এই যে যবনিকা, যাহাতে ভবিষ্যত আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরমকৃপালু মহাত্মা কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে।" যবনিকা-উত্তোলনে আমার আকাঙ্ক্ষা হইল। যে পরীক্ষাকে আমি তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করিতে ছিলাম, সেই পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পুনরায় দর্পণ গ্রহণ করিলাম।

আমি দর্পণ-পরিদর্শন করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, যমাবুশী কি যেন তামুরাকে বলিতেছিলেন—আমি সন্দেহ-দৃষ্টি উভয়েরই প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। তামুরা কহিলেন—এই মহাত্মা আপনাকে সাবধান হইতে অনুরোধ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি-তেছেন যে, যদি আপনি স্বয়ং এক্ষণে দর্পণ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা দর্শনান্তে আপনাকে শৌচ-বিধান জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু আবশ্যকীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথা আপনি ঐ দর্পণে যাহা দেখিতে পাইবেন, তাহা যতই দূরবর্ত্তী হউক না কেন, অথবা তাহা আপনার ইচ্ছার অনুকূল বা প্রতিকূল হউক না কেন, আপ-নাকে তাহা ভূয়ো ভূয়ঃ নিরীক্ষণ করিতে হইবে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বিরক্তির উদ্রেক হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমাকে তজ্জন্য কি ক্রিয়া-পদ্ধতি আচরণ করিতে হইবে? অথবা আমাকে কি প্রতিজ্ঞাই বা করিতে হইবে?"

তামুরা কহিলেন "আপনাকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে

যে, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। তাহা হইলে আপনার সর্ব্ববিধ দায়িত্ব উক্ত মহাত্মা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। বন্ধু, আপনার মঙ্গল-জন্যই তিনি কহিতেছেন, আশা করি, আপনি সম্মত হইবেন।"

"এখনও এ বিষয়ে চিন্তা করিবার যথেষ্ট সময় আছে। এখনও আমার সন্দেহ যথেষ্ট বিদ্যমান। 'আমি কি দেখিব, তাহা না দেখিয়া, এক্ষণে আমি কোন প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না।" আমার বিরক্তি-ব্যঞ্জক এই উত্তর শুনিয়া তামুরা, দুঃখ-প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "বন্ধু, ভবিষ্যতে অনুতাপ করিবেন, আপনারই মঙ্গল-জন্য আপনাকে এত অনুরোধ করিতেছি। যাহা হউক, ভাবী ঘটনার জন্য আপনিই দায়ী রহিলেন।

সময় নিরূপণ জন্য সম্মুখস্থ ঘড়ির দিকে চাহিলাম। "পাঁচটা বাজিয়া সাত মিনিট হইয়াছে। যমাবুশী আমার সম্মুখে দর্পণ ধরিলেন, এবং যেরূপ উল্লিখিত লেখনী-ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিলেন। অবশেষে আমি যাহা জানিতে বা দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা প্রকাশ করিতে কহিলেন।

আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই, কিন্তু অধৈর্য্য অপরিসীম। দর্পণ প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলাম :—

I desire but one thing to learn the reason or reasons why my sister has so suddenly ceased writing to me."

অর্থাৎ—

আমার বাসনা—
"কেবল বিষয় এক জানিবার তরে
সেই কারণ অথবা কারণাবলী,
কেনবা ভগিনী মম হেন আচম্বিতে
বিরত লিখিতে লিপি সকাশে আমার।"

উপরি উক্ত বাক্যাবলী প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁহাদের সম্মুখে উচ্চারণ করিয়াছিলাম, কিম্বা তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমি নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছিনা। কিন্তু ইহা বেশ আমার স্মরণ হইতেছে যে, যখন আমি সেই দর্পণ-দর্শন করিতেছিলাম, সেই সময়ে যুমাবুশী আমার দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দর্পণ দেখিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার স্মরণ হইতেছে। বামহস্তে দর্পণ গ্রহণ এবং দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যাঙ্গুলী মধ্যে তন্ত্র-মন্ত্রময় কাগজ ধারণ করিবা মাত্রই আমার বাহ্য-জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল। আমার সেই চেতনাবস্থা হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি যে কি এক প্রকার অচেতন ও অসহায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। আমার সম্মুখে বোঞ্জ তামুরা ও যমাবুশী দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমি অবনত মস্তকে দর্পণ ধারণ করিয়াছিলাম, সেই দর্পণ

ও আমার পর্য্যঙ্ক, এমন কি; আমার নিজ দেহ কিছুই আমার নয়নগোচর অথবা তাহাদের অস্তিত্বের অনুভূতি হইতে ছিল না। কেবল এই মাত্র অনুভূতি হইতে ছিল যে, কে যেন পশ্চাদ্ভাগ হইতে অতি প্রবলবেগে আমাকে সম্মুখাভিমুখে পরিচালিত করিতে ছিল এবং আমি অননুভবনীয় প্রচণ্ডগতিতে সম্মুখভাগে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছিলাম। কোন্ অলক্ষ্য-শক্তি কর্ত্তৃক আমি এইরূপে পরিচালিত হইতেছিলাম, বা তাহা অপর কর্ত্তৃক উৎপন্ন কিংবা আমারই দেহ-সঞ্জাত, তাহা আমার ধারণাতীত। যাহা হউক, বহুদূর অগ্রসর হইলাম। সম্মুখে "সুরেণবর্গস্থ" আমার ভগিনীর নূতন ভবন দৃষ্টি করিলাম। এই ভবনের চিত্র, গৃহ-নির্ম্মানের পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু গৃহ ও তৎসন্নিহিত দৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই।

এই দৃশ্য নিমেষ মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ-শিখা প্রবেশ করিল। আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। মৃত্যুকালে, শুনিয়াছি, এইরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। আর এক দৃশ্য সম্মুখ—উপস্থিত। এদৃশ্য আমার নিজেরই। আমার এই স্থূল দেহ সম্মুখস্থ পর্য্যঙ্কের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার গণ্ডদেশ ভস্মাচ্ছাদিত, প্রাণ দেহ হইতে বিগত হইয়াছে। আর আমি স্বয়ং সেই দর্পণ-দর্শন করিতেছি এবং সেই মৃত দেহের উপর বক্র হইয়া শীর্ণ হস্ত দুইখানি প্রসারণপূর্ব্বক দীর্ঘকায় যমাবুশী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই দৃশ্য আমার পক্ষে অসহনীয়। আমি ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ

করিতে উদ্যত, কিন্তু আমার উদ্যম ব্যর্থ হইল। কারণ, আমি যমাবুশীকে আক্রমণ করিতে উদ্যম করিবা মাত্র আমার সম্মুখ হইতে আমার সেই মৃত দেহ, যমাবুশী, গৃহ এবং গৃহস্থ তাবৎ পদার্থ কম্পিত হইয়া উঠিল, এবং তৎসঙ্গে নাচিতে নাচিতে আমার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িল। আমি আরও নানাবিধ ভীষণ ও বিকটাকার দৃশ্য দেখিতে পাইলাম এবং অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম "যদি আমি স্বয়ং ঐ মৃত দেহ না হই, তবে আমি কে?"

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

চতুর্থ অধ্যায়।

(ভীষণ দৃশ্য)

কি আশ্চর্য্য! আমি কোথায় আসিয়াছি? না জনপদ না অরণ্য। না রাত্রি, না দিন। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আমার চৈতন্য এক্ষণে পুনরাগত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সেই অলক্ষ্য শক্তি কর্ত্তৃক আমি এখনও যে সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইতেছি, তাহাই বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে। আমি বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নাই, তাহাই ধারণা হইতেছে। আমি সন্তরণ দিতেছি। ইচ্ছা নাই, বা কোন রূপ চেষ্টা নাই, অথচ অতি তীব্র বেগে সন্তরণ পূর্ব্বক সম্মুখাভিমুখেই অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু সন্তরণ কোথায় দিতেছি? পৃথিবীর-গর্ভস্থ এক জলপ্রবাহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তথায় মৃত্তিকা, জল ও বাতাস থাকিলেও আমার কোনরূপ স্পর্শ-জ্ঞান বা অনুভবশক্তি নাই। আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হইল।

I desire but one thing—to learn the reason or reasons why my sister has so suddenly ceased writing to me".

আমার বাসনা—

কেবল বিষয় এক জানিবার তরে,
সেই কারণ অথবা কারণাবলী,
কেন বা ভগিনী মম হেন আচম্বিতে
বিরত লিখিতে লিপি সকাশে আমার।”

এই একবিংশ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম কিনা মনে পড়িতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে দুইটী শব্দ (to learn) “জানিবার তরে” আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই শব্দদ্বয় আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় নাই, অথচ আমারই কণ্ঠ-স্বরে ও অনতিদূরে উচ্চারিত হইল—অর্থাৎ আমারই কণ্ঠ-স্বর বটে, কিন্তু আমার কণ্ঠ বা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত নহে।

এই অলৌকিক ব্যাপার চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। পুনরায় সেই অলক্ষ্য শক্তি-সঞ্চারে আমি নিবিড় অন্ধকারময় ভূগর্ভাভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, আমার সর্ব্বশরীর কর্দ্দমাবৃত। আমার ঊর্দ্ধ অধঃ বাম ও দক্ষিণ চারি দিক্ হইতেই কি যেন আমাকে নিষ্পেষণ করিতেছে। কিন্তু আমার যেন স্পর্শজ্ঞান নাই, তাহাও মনে হইতেছে। সেই নিষ্পেষণের কোন রূপ গুরুত্ব বা তজ্জন্য কোন কষ্ট নাই। কর্দ্দমটা যেন স্বচ্ছ ও জড়ত্বশূন্য। কি আশ্চর্য্য! আমি কোথায় আসিয়াছি!

অচিরাৎ আর এক দৃশ্য সম্মুখে উপস্থিত। তাহা এক্ষণে স্মরণ হইলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখিয়াছিলাম, তখন কোনরূপ ভয় বা বিহ্বলতা উপস্থিত হয় নাই। আমার পদ-প্রান্তে এক শবাধার (coffin) বিদ্যমান। ইহা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং দারুক-কাষ্ঠ নির্ম্মিত। ইহা যদিও মুখাবরণ কর্ত্তৃক আবদ্ধ ছিল, কিন্তু তন্মধ্যস্থ পদার্থ আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। বিকশিত-দশন-বিশিষ্ট একটী শ্বেত-নরকপাল এবং শত সহস্র অংশে ছিন্ন, খণ্ডীকৃত অস্থি ও মাংস। দেখিলে মনে হয় যেন, ইহা শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে ভীষণ যন্ত্রণা-পিষ্ট হইয়া নির্গত হইয়াছে।

"এই অস্থিপঞ্জর কাহার?" এই চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে পূর্ব্ববৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। "সেই কারণ অথবা কারণাবলী, কেন—"(The reason or reasons, why—) এই বাক্যাংশ, পূর্ব্বশ্রুত "জানিবার তরে" (to learn) বাক্যাংশের অব্যবচ্ছেদে ও একতানে উচ্চারিত হইল। শব্দ অতিসমীপে এমন কি কর্ণ-কুহরে নিনাদিত হইলেও আমার বোধ হইল যে, তাহা অসীম ব্যবধান হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার মানসিক ক্রিয়া-শক্তির বেগ কি বৃদ্ধি হইয়াছে? অথবা ভূগর্ভস্থ দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী অভিযান কোন অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিষ্পাদিত হইয়াছে? অথবা কিয়োটো নগরে আমি যে প্রশ্ন করিব বলিয়া চিন্তা করিয়াছিলাম, তখন তাহা হয়তঃ উচ্চারণ

করিবার অবসর পাই নাই, এক্ষণে আমি তাহাই উচ্চারণ করিলাম এবং তাহাই বিভক্ত ছন্দে ক্রম-পরম্পরায় উচ্চারিত হইল। আমার কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দই বোধ হয় প্রতিশব্দরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।"

অবিলম্বেই সেই ছিন্ন ও খণ্ডীকৃত অস্থিগুলি একটী আকারে পরিণত হইল। সেই আকার যেন আমার সুপরিচিত। প্রত্যেক অস্থিখণ্ড যথাস্থানে সংযুক্ত ও মাংস-চর্ম্মাদির দ্বারা যথাযথ আবৃত হইল। অকস্মাৎ এই আকার দেখিয়া চমকিত ও বিহ্বলিত হইলাম। হায়! ইহ-জগতে আমার একমাত্র স্নেহময়ী জেষ্ঠা ভগিনীর ইনি প্রাণ-বল্লভ।

শোকাকুলিত চিত্তে চিন্তা করিতেছি "হায়! এরূপ অবস্থা কেন হইল? কিরূপেই বা এই শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হইল?" ইতিমধ্যেই আর এক ভীষণতর দৃশ্য! হতভাগিনীর মৃত-দেহ, ছায়াবাজীর পুত্তলিকার ন্যায় নাচিতে নাচিতে আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। ভয়ে ও বিহ্বলতায় চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

পলকান্তেই দেখি, আমার ভগ্নী-পতি, এক কাষ্ঠের কারখানায় একটী প্রকাণ্ড যন্ত্র, অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যন্ত্রটী নূতন, আমেরিকা হইতে আনীত হইয়াছে। তিনি পূর্ণোৎসাহে ও ভাবী উন্নতির আশায় গভীর মনোনিবেশপূর্ব্বক কলের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ ও অবনত মস্তকে তাহা পরিচালন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কলের চাকা

ঘূর্ণিত হইল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, উক্ত কলের দণ্ড মধ্যে আবদ্ধ হইল। বস্ত্র ছাড়াইবার অবসর বা সুবিধা হইল না। তিনি সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণায়মান চক্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া প্রবল বেগে ঘূর্ণিত ও নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। কখন উর্দ্ধে কখন নিম্নে, কখন পার্শ্বভাগে নিষ্পেষিত—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কলে যে সকল লোক কাজ করিতেছিল, কলের যন্ত্রাদি-পরিচালন সম্বন্ধে তাহারা সকলেই অনভিজ্ঞ। কেহই সেই ঘূর্ণায়মান চক্রকে সংযত বা তাঁহার কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিল না। অবশেষে মৃত দেহের অবশিষ্টাংশ কতকগুলি অস্থি, কতকগুলি মাংস, টানিয়া বাহির করা হইল। কি ভয়াবহ দৃশ্য! ঐ অস্থি মাংস সমুদায় একত্রিত করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরিত হইল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

"যাহারা মৃত দেহ লইয়া এই দিকে আসিতেছে, তাহারা সেই মৃতের বিধবা ও সন্তানগণের নিকট লইয়া যাউক। এখানে আনিবার আবশ্যক নাই।" হাঁসপাতাল-অধ্যক্ষের এই কঠোর আদেশও শুনিতে পাইলাম। বাহকগণ তাহাই করিল। আমিও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তথায় পৌঁছিবা মাত্রই হতভাগ্য পরিবারগণ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমার স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠাকে দেখিলাম। কিন্তু সেই সময়ে আমার বিশেষ কোন দুঃখ বা সহানুভূতি হয় নাই। উদাসীনবৎ তত্তাবৎ ব্যাপারাদি দর্শন করিতে লাগিলাম। তৎকালে

আমার অনুভব-শক্তি, এমন কি আমার অস্তিত্ব-বোধ বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে আমার যে কোন সম্বন্ধ বা বন্ধন আছে, তাহা আমার তৎকালে বোধ হইতে ছিল না। এবম্বিধ শোচনীয় ঘটনায় সাধারণতঃ মানব-হৃদয়ে যেরূপ ভয় ও বিস্ময় হইতে পারে, আমার তাহাই হইতে ছিল। আমি উদাসীনবৎ দণ্ডায়মান ছিলাম।

মৃতদেহ সনাক্ত করিবার সময় ভগ্নী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ ও শোকোচ্ছ্বাস সহ আমার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, করিলেন। আমি আমার নাম অন্যান্য প্রিয়জনের নামের সঙ্গে শুনিলাম বটে, কিন্তু আমার দুঃখ বা কোনরূপ শোক নাই। তাঁহার সচেতন দেহ, মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে সেই অচেতন দেহোপরি পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় তাঁহার ইহজীবনের সুখসম্ভোগ যে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু, আমার কোন সহানুভূতি ছিল না।

তাঁহার হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ ঘটনা আমি দেখিতে লাগিলাম এবং প্রত্যেক ঘটনা যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলাম। সামান্য ঘটনাও আমি পরিত্যাগ করি নাই। হঠাৎ শোক-সংবাদে মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ স্নায়ু-মণ্ডলীর সঞ্চালন ও ব্যতিক্রম এবং অন্যান্য যে সকল ক্রিয়া হইতে লাগিল, তাহা আমি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

রস-রক্ত-বহনশীল নাড়ী-মণ্ডলের কৃমিবৎ অধঃক্ষেপনশীল প্রচণ্ড ও উগ্রগতি, নিত্যসঞ্চরণশীল ও অনুভূতি-সাধক দেহাভ্যন্তরস্থ সূত্রবৎ স্নায়ুর শিরোভাগ ও তাহাদের মূহুর্মূহু বর্ণ-পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিলাম। সেই স্নায়ুর অভ্যন্তরস্থ পদার্থের শুভ্র-বর্ণ হইতে উজ্জ্বল রক্তবর্ণে পরিবর্ত্তন, রক্তবর্ণ হইতে তরল নীলবর্ণে পরিণতি ইত্যাদি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি আরও দেখিলাম—ফস্‌ফরাসের ন্যায় এক-প্রকার বায়ুসংযোগশীল দাহ্য পদার্থ বিশেষের উজ্জ্বল বর্ণ-প্রভা এবং তাহার হিল্লোল। তাহা কখন ইরম্মদ-প্রভায় দীপ্ত, আবার অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। কি আশ্চর্য্য! এই বর্ণ-প্রভা যেমন একবার প্রজ্জ্বলিত এবং পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত হইতে ছিল; সেই মৃত দেহও একবার মস্তক ও সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হইয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত এবং পরক্ষণেই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য হইতে ছিল।

একবার ভাবিলাম, "আমার বোধ হয় মোহ বা উন্মাদ-রোগ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে এব্যাধি দুরারোগ্য।" আবার ভাবিলাম, "তাহা নহে, আমার হিতাহিত-বিবেক-জ্ঞান এখনও রহিত হয় নাই, অথবা বিচারশক্তিরও কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।" সম্ভবতঃ নানা কারণে আমার মস্তিষ্কের কোন যন্ত্র-বিশেষ ক্ষণেকের জন্য স্থান-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।

মানবের জান্তব প্রকৃতি ও দেব-প্রকৃতি এতদুভয়ের মধ্যে

এক একটী শৃঙ্খল ও বন্ধন আছে, তাহা কি আমার ছিন্ন হইয়াছে? কিন্তু হায়! "দেব" শব্দটী হঠাৎ আমার মন-মধ্যে উদিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। কারণ তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে ও তাহাতে আমার বিশ্বাস ছিল না।

পুনরায় সেই শব্দ! অতি সমীপে অথচ দূরস্থ। আমারই কণ্ঠস্বর কিন্তু আমার কণ্ঠ-নিঃসৃত নহে।

"কেন বা ভগিনী মম হেন আচম্বিতে
বিরত লিখিতে লিপি——"

Why my sister has so suddenly ceased writing—)
এই বাক্যাংশ, অবশিষ্ট "সকাশে আমার" (to me) পদদ্বয় উহ্য রাখিয়া আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নবাক্য পরিসমাপ্ত করিল। এই ঘটনার পর নানাবিধ ভীষণ ও দুঃখাবহ ঘটনা পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। দেখিলাম, আমার হতভাগিনী ভগিনী, পাগলিনী-বেশে জেলা-হাঁসপাতালের পাগলাগারদে নীত হইলেন, এবং তাঁহার সাতটী সন্তান অনাথাশ্রমে ভর্ত্তি হইল। তন্মধ্যে একটী পঞ্চদশবর্ষীয় বালক জনৈক অপরিচিতের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জলপথে প্রস্থান করিল এবং তাহার কনিষ্ঠা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাটী একজন য়িহুদিনীর ক্রীতদাসী হইয়া অন্যত্র-গমন করিল। আমি অবিচলিত চিত্তে এই সকল ব্যাপার দর্শন ও পত্রস্থ করিতে লাগিলাম।

"ভীষণ," "ভয়াবহ" ইত্যাদি ভয় ও বিস্ময়-সূচক যে সকল শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা এতদ্ ঘটনা-দর্শনের পরবর্ত্তী কালে অনুভব করিয়াছিলাম। দর্শন-কালে ভয় বা বিস্ময় শোক বা দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় নাই। আমার বাহ্য-জ্ঞান যেমন রহিত হইয়াছিল, অন্তরের অনুভূতি ইত্যাদিও সেইরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তদ্-ব্যাপারাদি স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্কিত হইয়াছিলাম, এবং তদনুসারেই উক্ত শব্দগুলির প্রয়োগ করিয়াছি।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় অবিশ্বাস ও সদর্পে অস্বীকার করিতাম, এক্ষণে নানাবিধ যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতার বিষময় ফলে তাহার অধিকাংশই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমার নিকট যদি কেহ ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থের অস্তিত্ব অথবা মানবের অন্তর্নিহিত কোন অলৌকিক শক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত অথবা, যোগবলে সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শত সহস্র মাইল দূরস্থ পদার্থ-দর্শন ও ব্যক্তি-বিশেষের সহিত কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া ঘৃণা করিতাম; কিন্তু আমি আর এবম্বিধ লোককে ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ আমিই একপ্রকার সেইরূপ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছি। দশ, বিশ, চল্লিশ এমন কি শতাধিক বার সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবের দারুণ যাতনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। যখন আমার শরীরে এই শক্তির আবির্ভাব হয়, তখন আমার

কৃতাপরাধের জন্য যথেষ্ট আত্মগ্লানি করিয়া থাকি। এই যে অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে আমি শত সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী ঘটনা দর্শন করিতে সমর্থ হই, তাহা যে উন্মাদরোগজন্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিব, তাহারও উপায় নাই। আমি প্রকৃত পক্ষে উন্মাদগ্রস্ত নহি। কারণ উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এমন অনেক পদার্থ দেখিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু আমার পক্ষে তদ্রূপ নহে। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীরই অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। বিশেষতঃ আমাতে উন্মাদের কোনই লক্ষণ নয়নগোচর হইত না।

য়িহুদিনীর ভবনে আমার ভাগিনেয়ীর কি অবস্থা ঘটিতেছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি আশ্চার্য্য! তাহা মনে করিবা মাত্র, পূর্ব্বের ন্যায় অকস্মাৎ চঞ্চল ও চমকিত হইয়া উঠিলাম—ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখস্থ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম—ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া সাড়ে সাত মিনিট হইয়াছে। এই ভয়াবহ ঘটনা প্রকাশ করিতে আমার প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছে, কিন্তু তাহা সুসম্পন্ন হইতে অর্দ্ধ মিনিটের অধিক কাল অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু ইহাও আমার পরবর্ত্তী চিন্তা ও অনুশীলন। কারণ যখন ঘড়ি দেখিয়া প্রথমে যমাবুশীর নিকট সেই ভৌতিক দর্পণ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে যখন পুনর্ব্বার এই ঘড়ির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সময় দেখিলাম, এই উভয়ের ব্যবধান

কালে "অতীব সামান্য।" আমার মনে হইতে ছিল যে, আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় যমাবুশীর নিকট প্রকাশ করা হয় নাই, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে তাঁহার ক্রিয়ারম্ভ করিতে অনুরোধ জন্য অধরোষ্ঠ বিস্ফারণ করিতে উদ্যত হইতে ছিলাম। কিন্তু হায়! অতীত ঘটনাবলী স্মৃতিপটে উদিত হইবা মাত্র ভয় ও হতাশা-ব্যঞ্জক আর্ত্তনাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের গুরুতম ভারে আমি নিষ্পেষিত হইতেছি—যেন আমি গতজীবসঙ্কুল যন্ত্রণাময় প্রেত-লোকে সজীব মানব-দেহধারী হইয়া উপনীত হইয়াছি—এখানে কেবল নৈরাশ্য ও আত্মগ্লানি সম্বল এবং দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা-ভোগ ও আর্ত্তনাদই আমার ভাবীজীবনের অপরিহার্য্য পরিণাম।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্দেহ পুনরাবৃত্ত।

দুঃখানুভূতির অব্যবহিত পরেই প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হইল। আমার সন্দেহ পুনরাগত হইল, এবং ক্রমশঃ তাহা ঘনীভূত হইয়া আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে সকল ঘটনা দেখিয়া ভীত ও আতঙ্কিত হইয়াছিলাম—যাহা দেখিয়া যোগ-বিদ্যা বা মানবের অলৌকিক অধ্যাত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে অলীক ও অমূলক বলিয়া ঘোষণা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি ইহাই হইতে লাগিল যে, সপ্তাহ কাল নানাবিধ উদ্বেগ ও চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্য কোনরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তজ্জন্যই ঐরূপ কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। মৃত্যু-সংঘটন ইত্যাদি যে সকল ভয়াবহ ও অপ্রীতিকর দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, তাহাও ঐ মানসিক বিকৃতি বশতঃ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু যদি প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল ঘটনা স্বপ্নবৎ অমূলক হয়, তবে এই দীর্ঘকালব্যাপী ঘটনাবলী অর্দ্ধ মিনিট মধ্যে

কিরূপে সম্পন্ন হইল? স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিলাম, দূরত্ব ও কালের ব্যবধান অনুশীলন করিলাম; সন্দেহ দূরীভূত হইল। দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় যেরূপ ধারণা হয়, তাহা জাগ্রদবস্থার মানসিক ক্রিয়ানুসারে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় মস্তিষ্কস্থ শিরাদির সঞ্চালন ও অনুভব-সাধক স্নায়ুমণ্ডলাদির ক্রিয়া-শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হওয়ায় দূরত্ব ও কালের ব্যবধান সম্বন্ধে জাগ্রৎকালে আমাদের যেরূপ ধারণা থাকে, সে ধারণা স্বপ্নকালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল দর্শন স্বপ্নসম্ভূত ব্যতীত যমাবুশীর যোগ বা কোন অলৌকিক-শক্তি-সঞ্জাত নহে। শুনিয়াছি, এই শ্রেণীর লোকেরা উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি-মূলক নানাবিধ ঔষধ ও কৌশল জানে, হয়তঃ কোনরূপ ক্রিয়া-কৌশলে কিছু কালের জন্য আমাকে স্বপ্নাভিভূত বা অচেতন করিয়াছিল, তাহাতেই, আমি এইরূপ অলীক ও ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যাহা হউক্, ইয়ুরোপ গমন করিলেই এই সকল দৃশ্যের আর পুনরাবৃত্তি হইবে না। সম্ভবতঃ আগামী কল্যই জাহাজ পাইব এবং তাহাতেই আমি ইয়ুরোপ যাত্রা করিব।

যমাবুশী ও বোঞ্জ তামুরা তথায় উপস্থিত থাকিলেও আমি তাঁহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি নাই, বরং আমার উল্লিখিত মন্তব্য ও সঙ্কল্প উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার হস্তে প্রথম দর্পণ-প্রদান-কালে যমাবুশী যেরূপ ভাবে দণ্ডায়মান

ছিলেন, এখনও ঠিক্ সেইরূপ ভাবেই আছেন। তিনি অত্যন্ত করুণ ও শান্তভাবে আমার প্রতি লক্ষ্য করিতে ছিলেন, এমন কি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোঞ্জ তামুরার হৃদয় স্বাভাবিক করুণা ও সহানুভূতিপূর্ণ। পীড়িত সন্তানের প্রতি পিতা যেরূপ অনিমেষ নয়নে স্নেহ-ব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত ও করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তামুরা সেইরূপ ভাবে লক্ষ্য পূর্ব্বক স্নেহ-করুণ স্বরে কহিলেন "প্রিয়তম, তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া এই নগর পরিত্যাগ করিবে না। দৈজ-জিনের (Daij-Dzins) সহিত এক্ষণে তোমার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা যাহা ভালবাসে বা যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাতেই তোমার অদীক্ষিত আত্মাকে পরিচালন করিবে। তাহাদের এবম্বিধ অনিষ্টকর অনধিকার-প্রবেশ-শঙ্কা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার অন্তঃকপাট আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। বৎস, তুমি বৃথা সময় নষ্ট করিও না। অদূরে ঐ মহাত্মা দণ্ডায়মান, তুমি অবিলম্বেই উঁহার নিকট দীক্ষা বা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর।"

আমি তাঁহার এই সৎ ও করুণ উপদেশে কর্ণপাত করি নাই। আমার তখন অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। কোন রূপ যুক্তি বা উপদেশে আমার ক্রোধ প্রশমিত

হইল না। তামুরার প্রশান্ত মূর্ত্তি যখনই আমার মনে উদিত হইত, তখনই আমার হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তি-রসে আপ্লুত হইত। কিন্তু হায়! এই শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ভক্তি ও প্রেম অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং তাহার স্থানে ঘৃণা ও ক্রোধ উদিত হইয়া হৃদয়কে সতত জর্জ্জরিত করিতে ছিল। তিনিই আমার শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ, তাঁহাকে আমি কোন ক্রমে ক্ষমা করিতে পারিলাম না। সুতরাং প্রত্যুত্তরে আমি যাহা বলিলাম, তাহা কেবল ঘৃণা ও ক্রোধ-ব্যঞ্জক ভর্ৎসনা মাত্র। আমি অবশেষে বিরক্তি সহ প্রকাশ করিলাম, যে আমি এই দর্পণে যাহা নিরীক্ষণ করিলাম, তাহা অলীক স্বপ্ন-প্রসূত; তাঁহার যমাবুশী জনৈক ভণ্ড ও প্রবঞ্চক। আমি তাঁহাকে আর বিশ্বাস করি না; আমি এই স্থান হইতে সত্বরেই প্রস্থান করিব। যদি আমার এইখানকার সমগ্র সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু আমি আগামী কল্যই এই স্থান পরিত্যাগ করিব।

কিন্তু প্রশান্ত-হৃদয় তামুরা আমার এবম্বিধ ভর্ৎসনায় কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"*You will repent it the whole of your life, if you do so before the holy man has shut every entrance in you against intruders ever on the watch and ready to enter the open door, the Daij-Dzins will have the best of you.*" অর্থাৎ—উক্ত সাধু মহাত্মা কর্ত্তৃক যদি তোমার উন্মুক্ত অন্তঃকপাট বদ্ধ না করাইয়া তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, তাহা হইলে তোমার

নিত্য ছিদ্রান্বেষণ-কারী দৈজ্-জিন তোমার অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার উপর স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিবে এবং তজ্জন্য তোমাকে যাবজ্জীবন অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

আমি বিকট হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যমাবুশী তাঁহার এই পৈশাচিক ক্রিয়া জন্য কি পুরস্কার চান ?

"তিনি কিছুই চান্ না। তাঁহারা যে আশ্রমভুক্ত, সেই আশ্রমাধ্যক্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। অপিচ সেই আশ্রমভুক্ত মহাত্মাগণ পার্থিব-বাসনা ও সর্ব্ব-বিধ-ভোগ-লাল-সাদি পিশাচ প্রবৃত্তি হইতে বিনিমুক্ত। তোমাকে বিপন্ন ও ব্যাকুলহৃদয় দেখিয়াই স্বাভাবিক করুণা বশতঃ তিনি তোমার উপকার করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবমাননা করা সমীচীন নহে।" তামুরা হতাশা-বিজড়িত কণ্ঠে এই উত্তর করিলেন। কিন্তু তখন আমার কোন যুক্তি বা উপদেশ শ্রবণে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। বিজাতীয় ক্রোধ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া ভদ্রতা ও বন্ধুবাক্য রক্ষা করিতে পারিলাম না। সম্মুখে যমাবুশীর অস্তিত্বও যেন বিরক্তিকর বোধ হইতে ছিল। মনে করিয়াছিলাম, যে যমাবুশীকে তন্মুহুর্ত্তেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিব, কিন্তু চাহিয়া দেখি, যমাবুশী অন্তর্হিত! তাঁহার এইরূপ অন্তর্ধানের কারণ কি ? হয়তঃ, ধরা পড়িবার ভয়েই অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়াছেন!

মন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ফস্‌ফরাসের ন্যায় যে এক প্রকার ধূসর বর্ণের পদার্থ নিরীক্ষণ করিলাম, তাহা

কি ? ইহা কি চিত্তের উৎকৃষ্টাংশ বা মনের কোনরূপ উচ্চস্তর? যদি তাহাই হয়, তবে কি এই প্রত্যক্ষীভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইহা কি স্বয়ং দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে ? যদি তাহা পারে, তবে এই প্রত্যক্ষীভূত কার্য্য-করণ শক্তি ভিন্ন অপর কোন শক্তি (উৎকৃষ্টাংশ স্বরূপ) বিশ্বাস করিতে হয় ; তাহা হইলে তামুরার উল্লিখিত অদৃষ্টচর "দৈজ্-জিন" ইত্যাদিও বিশ্বাস করিতে হয় ; আকাশস্থ জড় সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদির ও আধিপত্য মানিতে হয়। কি লজ্জা। কি ভয়ানক কুসংস্কার। সচেতন ও জ্ঞানবান্ মানবের প্রতি অচেতন সূর্য্য, চন্দ্র, জড় পদার্থের আধিপত্য—শূন্য মার্গের অদৃষ্টচর "দৈজ-জিন" এর অস্তিত্ব ও তাহার অত্যাচার ও প্রভূত্ব ! অবাস্তবের সম্ভাবনা—অনীক্ষিত জীবের উপাখ্যান—আমার ভীষণ দৃশ্য-দর্শন সর্ব্বৈব মিথ্যা ও অমূলক।

পরম মনীষী "রিচার" এর (Ritcher) মহাবাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম।

"Never ! Far rather dwell in air, rarified to nothing by the air pump of wholesome unbelief, than in the dim fog of silly superstition."

না রহিব কভু !
নিরাময় অবিশ্বাস-নিস্কাষণ যন্ত্রে
শূন্যীভূত সমীরণ মাঝে করি বাস।
সেও ভাল। তবু না রহিব কভু, মূঢ়
সংস্কারের দৃষ্টিরোধি কুজ্ঝটিকা মাঝে।

অবশেষে তামুরাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমার অবিলম্বেই ইয়ুরোপ-যাত্রা স্থির নিশ্চয়; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি সম্পূর্ণ অশক্ত। আমার এই শেষোত্তর পাইয়াও সহৃদয় তামুরা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রস্থানের পূর্ব্বে যাহাতে আমি একবার যমাবুশীর সহিত সাক্ষাৎ করি, তজ্জন্য নানাবিধ অনুনয় ও বিনয় করিতে লাগিলেন।

তামুরা কহিতে লাগিলেন, "বিদেশী-বন্ধু, যাহাতে এই অবিশ্বাস ও হঠকারিতার জন্য, তোমাকে আত্মগ্লানি করিতে না হয়—যাহাতে "দৈজ্-জিন" এর হস্ত হইতে "কোয়ানন" দেবী (Kwanon) তোমাকে সতত রক্ষা করেন, তাহাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। কারণ যখন তুমি উক্ত যমাবুশীর নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তখন তোমার ভাবী পরিণামের জন্য তিনি দায়ী নহেন। বন্ধু, আমাকে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জানিবে, তোমারই মঙ্গলের জন্য আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি। তুমি যে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা তোমাকে জানাইতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি শুনিবে কি?"

"আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু অন্ধ কুসংস্কার আমি কদাচ বিশ্বাস করিব না। অতএব সেই সম্বন্ধে আপনি আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না।" আমার এই কথায় তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। তিনি এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শত সহস্র উপরোধ অকার্য্যকারী হইল, বরং তিনি

আমার উপকারার্থ আসিয়া আমার সর্ব্বনাশের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তিতে সেই সময়ে যে বিষাদ-রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা ইহজীবনে আমি কখন ভুলিতে পারিব না। অবশেষে তিনি আমার কর্ণ-মূলে বলিতে লাগিলেন—"বৎস, ঐ সাধু মহাত্মা তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে আত্ম-দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু যদি তুমি তৎসংক্রান্ত অবশিষ্ট ক্রিয়া তাঁহাকে সম্পাদন করিতে না দেও, তাহা হইলে তোমার ভাবী জীবন দুঃখ ও অশান্তিময় হইবে। তোমাকে সেই অলক্ষ্য শক্তি নিয়ত যন্ত্রণা দিবে, এমন কি, তোমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিবে। তুমি জান না, মানবের এই আত্মদৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে শত সহস্র-যোজন দূরে পরিচালিত হইতে পারে এবং "কোয়ানন" দেবীর অনুগ্রহে জগতের প্রত্যেক পদার্থ নয়নগোচর হইতে পারে। কিন্তু বৎস, এই শক্তির পরিচালনায় প্রথমতঃ আরম্ভকারীকে আকাশস্থ বায়ুরূপী দৈজ্ জিনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদের প্রকৃতি অতি নীচ এবং হৃদয় অত্যন্ত নির্দ্দয়। যাঁহারা সেই বায়ুরূপী জিনকে বশীভূত করিয়া ভৃত্যরূপে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহারাই "অর্হত" (Arhat) বা "যোগারূঢ়" নামের যোগ্য। উক্ত জিনদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা জিনদিগকে বশীভূত করিতে না পারেন, তাঁহারাই জিনের দাস ও তাহাদের ইচ্ছা-ক্রমে পরিচালিত হইয়া থাকেন। বন্ধু, এই সকল বিষয়ে

তুমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আশা করি, তুমি আমার উপদেশ অমান্য করিবে না। নানাবিধ দৃশ্য দর্শন কালে অদীক্ষিত মানবের বাসনানুকূল অন্তর্দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে বায়ুরূপী জিন, দর্শকের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে এবং দর্শককে যে দিকে সে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করে, হতভাগ্য মানব তাহাই করিয়া থাকে। দর্শক স্বকীয় ইচ্ছানুসারে কোন কাজ করিতে পারে না। নির্দ্দয় পাপাত্মা জিন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকে সে নিজের মত প্রকৃতি-সম্পন্ন করে। সুতরাং পাপ-হৃদয় পিশাচের সংস্রবে মানবের উচ্চ প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ঘৃণা, ক্রোধ তৎকালে কিছুই থাকে না। বন্ধুবর, তজ্জন্য বলি, এখনও সাবধান হও।"

তামুরার এই সকল বাক্যে আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক হইল। ভগিনীর সেই আর্ত্তনাদ ও কাতরোক্তি—তাহাতে আমার সমবেদনার অভাব ও ঔদাসীন্য—ভগিনী-পতির শোচনীয় মৃত্যু ও তদ্দর্শনে ভীতি ও উদ্বেগের অসদ্ভাব ইত্যাদির স্মরণ হওয়ায় তামুরার প্রত্যেক বাক্য জ্বলন্ত সত্যরূপে প্রতীয়মান হইল। কিন্তু উচ্চশিক্ষার কি অভিমান ও জড়-বিজ্ঞানের কি প্রভাব! তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াও তাহা প্রত্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। আশঙ্কা, তাহার সত্যতা স্বীকার করিলে আমার উচ্চশিক্ষাভিমান চূর্ণ হইবে। আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—"যদি দুরাত্মা পিশাচের প্রকৃতি আপনি

এইরূপই জানিতেন, তবে কেন আপনি আমাকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং কেনই বা আমাকে সেই পাপাত্মা পিশাচের হস্তে স্থাপন করিলেন ?

"বন্ধুবর, তোমার অশান্তি ও উদ্বেগ অসহনীয় হইয়াছিল ; সেই অশান্তি ও উদ্বেগ নিবারণ জন্যই তোমাকে এই কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছিলাম। এখনও তাহার উপায় আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিলে তোমার ভাবী বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইবে। প্রকৃত পক্ষে তোমার দুর্দ্ধর্ষতা ও হঠকারিতায় আমি ব্যথিত হইয়াছি, এবং তোমার ভাবী দুঃখ-যন্ত্রণা ও অশান্তি অনুধাবন করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রিয়তম,—প্রায়শ্চিত্তে অধিক সময় নষ্ট হইবে না। যাঁহারা এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত, তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই পরীক্ষায় কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য না করিলেই পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হয়। যিনি তোমার অন্তঃকপাট উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তিনিই তাহা পুনরায় বন্ধ করিতে সমর্থ। তিনি পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞ।"

"পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞ কি না, জানি না। কিন্তু তিনি যে পূর্ণ ভণ্ড, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহি।"

আমার এই অযথা ভর্ৎসনায় সহৃদয় তামুরা মর্ম্মান্তিক আহত হইলেন এবং অবিলম্বেই জাপানী পদ্ধতি ক্রমে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমুদ্র-যাত্রা।

কয়েক দিন পরে আমি সমুদ্র-যাত্রা করিলাম। এই কয়েক দিন বোঞ্জ তামুরার সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সেই দিন সায়ংকালে আমি তাঁহার প্রতি যে অযথা অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম; বিশেষতঃ পরম যোগী জাপানী যমাবুশীর প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই তিনি আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। প্রকৃত পক্ষে আমি তাঁহার অবমাননা করিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কি জানি, আমার কেমন ক্রোধ ও অহঙ্কার, যে, আত্মগ্লানি বা ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইত না। ইহাও বেশ বুঝিতে পারিতাম যে, তাঁহার কোন অপরাধ নাই, আমারই মঙ্গল-কামনায় তিনি সতত যত্নশীল হইতেন, এবং আমারই প্রার্থনা ক্রমে তিনি আমার নিকট যমাবুশীকে আনাইয়া ছিলেন। তিনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন

এবং ভবিষ্যতে আমার যাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা না হয় তজ্জন্য তাহার ও উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ঘোর অবিশ্বাসী, করুণ-হৃদয় ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তামুরার সদুপদেশে কর্ণপাত করি নাই। বরং কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার নিজেরই অহঙ্কার ও সন্দেহবাদ আমার দুঃখ ও অশান্তির কারণ।

যাঁহাকে আমি হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতাম—যাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ কখনও কুত্রাপি খুঁজিয়া পাই নাই, যাঁহাকে সুহৃৎ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিতাম, তাঁহাকে আমি অবিশ্বাস ও অবমাননা করিয়াছিলাম কেন? কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা-স্বীকার বা আত্মগ্লানি করিতে এত ভয় কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশ্চাত্য-শিক্ষার দোষে আমার সন্দেহবাদ, এবং উচ্চবিজ্ঞানালোকে আমার এতাদৃশ অহঙ্কার ও আত্মাভিমান উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি যাহা শিক্ষা পাই নাই, এবং বিজ্ঞানালোকে খুঁজিয়া পাই নাই, তাহা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। পরম মনীষী প্যাস্কালের (Pascel) মহাবাক্য আমার মূল মন্ত্র ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বলিতেন—"*I have examined if this God of whom all the world speaks, might not have left some marks of himself—I look everywhere, but everywhere I see nothing but obscurity—Nature offers me nothiug that may not be a matter of doubt and inquietude.*"

"যে ঈশ্বর সম্বন্ধে নিখিল জগত ঘোষণা করে, তাঁহার কোন চিহ্নই আমি এজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৈ ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভিন্ন সুস্পষ্ট প্রমাণ কিছুই আমার নয়ন-গোচর হইল না। প্রকৃতির এমন কোন পদার্থ পাইলাম না, যে তাহা জটিল ও সন্দেহাত্মক নহে।" আত্মগ্লানি করিলে আমার এই মূল মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে, আমার কেবল সেই আশঙ্কা ছিল। মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রত্যক্ষ করিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইত না। আশঙ্কা, তাহাতে উচ্চশিক্ষার গৌরব নষ্ট হইবে। এই জন্যই পরম সুহৃৎ তামুরাকে বিদ্রূপ করিতাম, কৃতাপরাধ জন্য কখন ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই।

বিজ্ঞানান্ধ মূঢ়াত্মা আমি কতই আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, ইয়ুরোপে পৌছিয়াই তামুরাকে বিদ্রূপাত্মক পত্র লিখিব, সেই পত্রে তাঁহাকে লিখিব "অধ্যাত্ম-বিৎ বন্ধুবর, আমার পরিবারাদি সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছে, আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। যমাবুশীকে আমার ধন্যবাদ দিবেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য ভণ্ড-কুশলতাকে প্রশংসা করি। বন্ধু, আপনার প্রতি আমি যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। আপনার প্রস্তাবিত প্রায়শ্চিত্ত-গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় আমার কোন বিপদ্ ঘটে নাই, তজ্জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।"

কিন্তু এইরূপ আকাশ-কুসুম-রচনার কাল এক সপ্তাহও পাইলাম না। তামুরার ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ হইল। আমি যে দিন সেই মোহোৎপাদক দর্পণ দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই আমার মনের কেমন এক রকম পরিবর্ত্তন অনুভব করিতাম। প্রথমে মনে হইত যে, দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক উদ্বেগ বশতঃ আমার এই মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অতিসমীপস্থ ও সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তি বা পদার্থাদি সহজে দৃষ্টি-গোচর হইত না। কিন্তু দূরস্থ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থাদি অনায়াসে গোচরীভূত হইত। রাত্রিকালে নিদ্রাযোগে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখিতে পাইতাম, এবং এক এক সময়ে তাহা অতীব যন্ত্রণাপ্রদ ও ভয়াবহ হইত।

—সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ বা ঝড় তুফান কিছুই ছিল না, এবং ঋতুও পরিষ্কার ছিল; বিশেষতঃ জাহাজ-অবস্থানে আমি অভ্যস্ত ও নাবিকের কার্য্যে সুপটু ছিলাম; তথাপি আমার শরীর প্রায়ই ঝিম্ ঝিম্ করিত, মাথা ঘুরিত এবং সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ ছায়াবাজীর পুত্তলিকার ন্যায় আমার সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইত। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপের এক উপনিবেশ-খণ্ডে একজন বৃদ্ধ জর্ম্মান্‌কে সমাধিস্থ করিয়াছিলাম। তাঁহার পুত্রের নাম ম্যাক্‌স্ গ্রাণার (Max Grunner) তিনিও আমাদের জাহাজে ছিলেন। তাঁহার সহিত এক দিন নানাবিধ বৈষয়িক বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, যে তিনি

তাঁহার মৃত পিতার কলেবর ধারণ করিলেন। তাঁহার বদন-মণ্ডল একপ্রকার জালবৎ সূক্ষ্মাবরণে আবৃত হইল, গাঢ় ধূসর-বর্ণের বাষ্পপুঞ্জ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিল এবং তাহা ক্রমশঃ ঘনীভূত হওয়ায় তাঁহার সেই যৌবন-সুলভ সুকুমার ও লাবণ্যময় মুখমণ্ডল তাঁহার মৃত বৃদ্ধ পিতার পলিত ও রুক্ষ বদনে পরিবর্ত্তিত হইল।

আর এক দিন জাহাজের কাপ্তেন সাহেব, একজন মালয়-দেশীয় তস্করের উপাখ্যান করিতেছিলেন। সেই তস্কর যেরূপে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিল, এবং কাপ্তেন সাহেব স্বয়ং সেই কার্য্যে যেরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বর্ণনা করিতেছিলেন। আমিও তাঁহার উপাখ্যান শুনিতে ছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ একটী পীত-বর্ণ-বিকট-মূর্ত্তি আমার নয়ন-পথে পতিত হইল। সেই দেহবিহীন মূর্ত্তি, কাপ্তেন সাহেবের প্রত্যেক কথায় প্রতিবাদ করিতে ছিল।

এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আমি প্রথমে কোন রূপ ভীত হই নাই। কারণ ডাক্তারি গ্রন্থে এই সকল ব্যাপার অনেক পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই সকল ব্যাপার যখন পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল, তখন আমি অতি ভীত ও অধীর হইয়া পড়িলাম।

এক দিন রাত্রিতে আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। হঠাৎ আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। জনৈক বালিকার চীৎকার ও ক্রন্দনে যে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে

পারিলাম। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি যে, আমি স্থলোপরি একটী অভিনব-প্রকোষ্ঠে। একটী দুর্ব্বলা বালিকা জনৈক সবল ও পরিণত-বয়স্ক পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত অজ্ঞাতসারে বালিকার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিতা বালিকাকে আক্রমণ করিয়াছে। কক্ষ অর্গলাবদ্ধ, কপাটের দ্বারদেশে এক বৃদ্ধা দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। কক্ষাভ্যন্তরের ঘটনা ও কথোপকথন সংগোপনে শুনিবার জন্য বৃদ্ধা যে তথায় দণ্ডায়মানা, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। পিশাচীর মূর্ত্তি তৎকালে অধিকতর বিকট হইলেও তাহাকে চিনিতে আমার ক্ষণ-বিলম্ব হয় নাই। এই সেই য়িহুদিনী। কিয়াটো নগরে যে চির-স্মরণীয় ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নযোগে এই পাপীয়সীকে দেখিয়াছিলাম। এই পাপিষ্ঠাই আমার ভাগিনেয়ীকে ক্রীতদাসীরূপে লইয়া গিয়াছিল। পাপীয়সী অর্থের লোভে এই বীভৎস কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু সেই বালিকাটী কে?

উঃ কি ভয়ানক! নাম উচ্চারণ বা স্মরণ করিবা মাত্রই সর্ব্বশরীর কণ্টকিত এবং ঘৃণা-লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে হয়! যখন আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন আমি চিনিলাম, হত-ভাগিনী আমারই ভাগিনেয়ী।

কিয়াটো নগরে নানাবিধ ভীষণ দৃশ্য দর্শন কালে যেমন কোন রূপ ভয় বা বিস্ময়ের উদয় হয় নাই, এখনও সেইরূপ। এখনও তাহাদের বিপদ্ বা দুঃখ-যন্ত্রণা অথবা তাহাদের প্রতি

অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া মনে কোন রূপ দুঃখ বা সহানুভূতি হয় না। কিন্তু দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়ের প্রতি অত্যাচার-দর্শনে সহৃদয় মানব-হৃদয়ে যেরূপ ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে, আমারও কেবল তাহাই হইতে ছিল। বালিকার প্রতি অত্যাচার দেখিয়া আমি তখন ঘৃণা ও ক্রোধে তাহার উদ্ধারের জন্য দুরাত্মাকে আক্রমণ করিলাম, এবং তাহার গলদেশ চাপিয়া ধরিলাম, কিন্তু যতই সজোরে চাপি না কেন, তাহার যেন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমি যে তাহাকে আঘাত করিতেছি—তাহার গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছি, তাহাও যেন তাহার বোধ ছিল না। সেই দুর্ব্বৃত্ত পশু, সরলা বালিকা কর্ত্তৃক প্রতিহত ও অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তাহাকে সবেগে আকর্ষণ-পূর্ব্বক দৃঢ় মুষ্টি-আঘাতে ভূতলশায়ী করিল। আমি ক্রোধে হুহুঙ্কার করিয়া লম্পটের বক্ষোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক লম্পটের প্রাণ-সংহারে উদ্যত। কিন্তু হায়! আমার সংজ্ঞা হইল, আমি বুঝিতে পারিলাম, সে জড়দেহী নহে, জড়দেহের ছায়া; আমারও তখন জড়দেহ ছিল না—কেবল ছায়া মাত্র।

আমার এই হুহুঙ্কার-ধ্বনিতে জাহাজের প্রায় সমুদয় লোকই জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমার চীৎকার, অপস্মার বা তদনুরূপ কোন ব্যাধি-জনিত, তাহাই সকলে সিদ্ধান্ত করিল। পক্ষান্তরে আমিও আমার মর্ম্মবেদনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি এতই ঘন ঘন হইতে লাগিল, যে, চক্ষু মুদিলেই কোন না কোনরূপ অশ্লীল বা ভয়াবহ দৃশ্য নয়ন-গোচর হইত। এই সকল দৃশ্যে দয়া-ধর্ম্মের কোন কার্য্য, সুখ-সম্ভোগের কোন আশা, মানবের উচ্চপ্রকৃতির কোন পরিচয় বা কোনরূপ সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ কিছুই ছিল না। যাহা কিছু ছিল—তাহা লাম্পট্য ও বিশ্বাসঘাতকতা—অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড—যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য—আর মানবের কামক্রোধাদি পাশববৃত্তির ভীষণ পরিণাম। এ জগতে যাহা বীভৎস, পাপাবহ, ঘৃণাত্মক ও হতাশতা-ব্যঞ্জক, তাহাই অহরহঃ আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইত। আমার মানসিক যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

প্রকৃতই কি "দৈজ্-জিন্" এর নিকট আমার অন্তঃকপাট উদ্ঘাটিত হইয়াছে? না—তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। হয়ত, আমার মস্তিষ্কের কোন রূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, এবং এই সকল দৃশ্য অলীক ও দুশ্চিন্তা-প্রসূত, সন্দেহ নাই। কারণ, আমার চিন্তা-স্রোত কেবল এক' দিকেই প্রবহমান দেখিতে পাইতেছি। আমি যাহা দেখিতে পাই, তাহা কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা ও মানবের জান্তব প্রকৃতির চরম পরিণাম এবং যাহা দেখি—তাহা কেবল জড়-মূর্ত্তিতেই আমার নয়ন-গোচর হয়; সুতরাং তাহার অস্তিত্ব বা সত্যতার প্রমাণ কি?

অকস্মাৎ শুনিতে পাইলাম—"যদি তোমার মতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কেবল জড় পদার্থই মানব-দেহের

উপাদান হয়, এবং মানবের চিন্তা ও অনুভূতি জড়-মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী অনুসারেই—উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তাস্রোত কেবল জড় বা পার্থিব পদার্থের প্রতি প্রধাবিত হইত।"

ইহা যেন বোগু তামুরার কণ্ঠস্বর। আমার চিন্তালহরীর ভঙ্গ হইল—আমি মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম।

"There are two planes of visions before men, the plane of undying love and spiritual aspiration—the efflux of eternal light; and the plane of restless, ever changing matter, the light in which, the misguided Daij-Dzine bathe."

মানবের দৃষ্টি-পথে দ্বিবিধ ক্ষেত্র বিদ্যমান; একটী শাশ্বত প্রেম ও অধ্যাত্ম-সম্পৎ-ক্ষেত্র—ইহা বিমল জ্যোতিতে নিত্য জ্যোতির্ম্ময়। অপরটী সদাচঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল জড়পদার্থ—এখানে যে আলোক বিদ্যমান, তাহাতে কেবল কুপথগমনশীল "দৈজ্-জিন্"ই অবগাহন করিয়া থাকে।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্ষণিক স্বপ্নে—অনন্তকাল।

ভূত-প্রেত বা দেব-দেবীর অস্তিত্বে আমার কোন কালে বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং আমার ধারণা এই হইতে লাগিল যে, স্নায়বিক কোন রূপ ব্যতিক্রম অথবা মনের অস্থিরতা জন্য এইরূপ নানাবিধ ভয়ানক কুস্বপ্ন দেখিতেছি ; কিন্তু কি জানি, যদি ভীষণ যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের তাড়নায় ভূত-প্রেত বা "দৈত্-জিন্" ইত্যাদির অস্তিত্ব বা প্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় কুসংস্কারের প্রতিকূলে যতপ্রকার মহাজন-বাক্য শুনিয়াছিলাম এবং যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাই পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।

"I recalled the biting Sarcosm of Voltaire, the calm reasoning of Hume, and I repeated to myself Adnauseem the words of Russeau who said that superstition 'the disturber of society could never be too strongly attacked' Why should the sight, the phantasmagoria rather I

argued of that which we know in a waking sense to be false come to affect us at all? Why should

Names whose sense we see not
Fray us with things that be not."

"ভল্‌টায়ার"এর তীব্র ব্যঙ্গ, "হিউম্‌"এর শাস্ত্রগবেষণা স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। "রুসো"র বাক্য পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। "রুসো" বলিয়াছিলেন— 'কুসংস্কার, সমাজ-বিশৃঙ্খলকারী, অতএব তাহার উচ্ছেদ-চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ।" তবে কেন, যে পদার্থ জ্ঞান-দৃষ্টিতে কেবল মিথ্যা-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহার বাহ্য-দৃষ্টিতে আমাদের ভ্রম উৎপন্ন হইবে? এবং কেনই বা যে নাম বস্তুতঃ কোন প্রকৃত-পদার্থ-জ্ঞাপক নহে, তাহার জন্য আমাদিগকে আতঙ্কিত হইতে হইবে?

এক দিন জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তেন্, জাহাজের নাবিক ও খালাশীগণের নানাবিধ কুসংস্কার সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলেন। তাঁহার সেই গল্প শুনিতে শুনিতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-মিশনরী বলিয়া উঠিলেন যে "কুসংস্কার সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা "ফিলডিং" সাহেব কহিয়াছিলেন "Superstition renders of man fool" কুসংস্কার মানুষকে বুদ্ধিহীন করে।" এই কথা বলিয়াই কেন বা তিনি ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন্, এমন সময়ে, আমি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলাম। সেই জ্যোতিতে জ্বলন্ত অক্ষরে নিম্নলিখিত

মহাবাক্য প্রত্যক্ষীভূত হইল। "Scepticism makes him mad" সন্দেহ-বাদে তাহাকে উন্মাদ করে। এই জ্যোতিঃ ও জ্যোতির্ম্মধ্যস্থ সেই মহাবাক্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জাহাজের আরোহীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম—দেখিলাম, প্রত্যেক আরোহীর মস্তক হইতে ঐরূপ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে ছিল।

দূরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (Clairvoyant) মহাত্মাগণ যে মানবের মস্তকোত্থিত জ্যোতিঃচ্ছটায় তাহাদের চিন্তা-রাশি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং তাঁহারা যে, যোগ-বলে ভবিষ্যতের তিমিরাচ্ছাদন ভেদ করিতে পারেন, এতাবৎ ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি গ্রন্থাদি-পাঠে ও লোক-মুখে যথেষ্ট অবগত ছিলাম। এই জ্যোতিঃ সম্বন্ধে অপরে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু আমি এক্ষণে তাঁহাদের এই ক্ষমতার যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি, এমন কি, বহু-আয়াস-সাধ্য এই দুর্লভ ক্ষমতা আমি এক্ষণে স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু হায়! আমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য এই দুর্লভ ক্ষমতাই আমার পক্ষে এক বিষম-যন্ত্রণাপ্রদ মহাব্যাধি রূপে পরিণত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগীর ন্যায় এই ক্ষমতাকে অতি সংগোপনে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করি, লোকের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস হয় না।

যাহা হউক্, এক্ষণে আমি ইয়ুরোপাভিমুখী; শীঘ্রই হাম্বার্গে পৌঁছিব। তাহা হইলেই আমার সমুদায় ভয় ও সন্দেহ

দূরীভূত হইবে। যদিও "পরচিত্ত-অধ্যয়ন" সত্য ও সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু দূরবর্ত্তী ঘটনা-সন্দর্শন ও তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপ যুক্তি ও তর্ক মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল না। ক্রমশঃ আমার মানসিক ভয় ও অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সমুদ্রবন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখিলাম। আমি পঞ্চত্ব পাইয়াছি, আমার শরীর শীতল ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার চৈতন্য এখনও অবশিষ্ট আছে বলিয়া আমার অস্তিত্ব আমি বোধ করিতে পারিতেছি। অবিলম্বে এই চৈতন্য টুকুও বিলুপ্ত হইবে। আমার চিরকাল এই বিশ্বাস ছিল যে, শরীরাভ্যন্তরস্থ শিরা সকলের ক্রিয়াশীলতা নষ্ট হইলেও মস্তিষ্কস্থ শিরার উত্তাপ কিছুক্ষণ থাকে এবং তজ্জন্য তখনও তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং স্বপ্নযোগে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি কিঞ্চিন্মাত্র চকিত বা বিস্মিত হই নাই। দেখিলাম আমার দেহ, চৈতন্যের ঘোর বৈতরিণীর পরপারে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু সেই গূঢ়-রহস্য মৃত্যুর অন্তিম চৈতন্য, ধূসরবর্ণ-যুক্ত তরল ছায়া রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাও অবিলম্বে নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু কি প্রণালীতে ইহা অন্তিম দশায় পরিণত বা নির্ব্বাপিত হইবে, তাহাই দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিলাম। "মৃত্যু আর

কিছুই নহে—পূর্ব্বাবস্থার পরিণতি মাত্র।" আমার এই বদ্ধমূল সংস্কার। সুতরাং আমার ধারণা যে কদাচ অমূলক নহে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কি জানি, অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে, যদি আমার এই অবশিষ্ট চৈতন্য টুকুও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আমার কৌতূহল ও আনন্দভোগে ব্যাঘাত পড়িবে, এই আশঙ্কায় প্রত্যেক ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থাদি প্রতিমুহুর্ত্তেই অধিকতর তমসাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ধূসর-বর্ণের এক একটী বিরাট্ ছায়া-মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতে লাগিল। সেই ছায়ামূর্ত্তিগুলি প্রথমতঃ আমার সম্মুখে কেবল সরল পথে যাতায়াত করিতে লাগিল, তদনন্তর নানা তির্য্যক্ গতিতে—অবশেষে প্রচণ্ড ক্ষিপ্র-গতিতে চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহাদের গতি যতই মন্দীভূত হইতে লাগিল, অন্ধকার ততই ঘোর—ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে লাগিল, এবং সেই ছায়া-মূর্ত্তিগুলি অন্ধকারাবরণে আচ্ছন্ন ও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সেই দিগন্ত-বিস্তারী ভীষণ অন্ধকার-পারাবারের আদি নাই—অন্ত নাই—কম্পন বা কোন রূপ চাঞ্চল্য নাই—নীরব, নিথর, ও স্তম্ভিত ভাব।

পরমধীমান্ "কেটো" (Cato) বলিয়াছেন, "স্বপ্ন আমাদের বিভিন্ন আশা ও ভয়ের প্রতিভাস মাত্র।"

Te dream is ("*but the image of our hopes and fears.*"

আমি জাগ্রদবস্থায় কখন মৃত্যুকে ভয় করি নাই, সুতরাং স্বপ্নাবস্থাতেও আমি মৃত্যুভয়ে ভীত বা চকিত হই নাই ; বরং শান্তি-নিকেতন মৃত্যুকে আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই আকাঙ্ক্ষা করিতে-ছিলাম। প্রকৃত পক্ষে আমার যে প্রকার মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণা এবং আমি যে প্রকার প্রিয়জনের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত ও চকিত হইয়াছিলাম, তাহাতে মৃত্যুই আমার পক্ষে একান্ত প্রেয় ও শান্তিকর বোধ হইতে ছিল।

মৃত্যু সম্বন্ধে সিনেকা (Seneca) বলিয়াছেন the death is but "*the ceasing to be what we are before* "মৃত্যু আর কিছু নহে, পূর্ব্বাবস্থার পরিণতি মাত্র।" যদি তাঁহার মত অভ্রান্ত হয়, তবে আমার পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়।

আমার জড় দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এক্ষণে "আমি" বা আমিত্বের চৈতন্য অবশিষ্ট আছে, এই আমিত্বের বিলোপ হইলেই আমার আত্যন্তিক মৃত্যু বা নির্ব্বাণ ঘটিবে। মনের অনুভব-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইবে—এই নিবিড় কৃষ্ণান্ধকার প্রতিপলকে নিবিড়তর হইবে—অবশেষে আমার আমিত্ব বা চৈতন্য-বোধ, সেই নিবিড় অন্ধকারে বিলীন হইবে। তাহা হইলেই আমি সেই শান্তিময় সুখদ মৃত্যু-ক্রোড়ে শায়িত হইয়া দারুণ মর্ম্মবেদনা ও দুর্ব্বিষহ উদ্বেগ হইতে শান্তিলাভ করিব।

আমি আমার আমিত্বের নির্ব্বাণ প্রার্থনা করিতেছিলাম।

আমিত্বের নির্ব্বাণে আমার দুঃসহ যন্ত্রণা ও উদ্বেগ নির্ব্বাপিত হইবে—নির্ব্বাণে সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে, নির্ব্বাণে আমি শান্তি পাইব। মৃত্যুকে তজ্জন্য আহ্বান করিয়া বলিতেছিলাম "মৃত্যু, তুমিই আমার একমাত্র আশা ও ভরসা; তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। সুখ-সন্তোষ ও আশা-ভরসা আমার আর কিছুই নাই, আমার উদ্বেগ ও অশান্তির মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, আর সহ্য হয় না।"

আমার মৃতদেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে সেই কৃষ্ণান্ধকারের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে লাগিলাম; এবং এতক্ষণ যাহাকে আমি আহ্বান করিতেছিলাম, আমার সেই ত্রাণ-কর্ত্তা ক্রমশঃ আমার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমিও আমার চৈতন্য অভিন্ন হইলেও আমার মৃত্যুর আগমনে আমার চৈতন্য-শক্তি তদনুসারে ক্রমশঃ বিলীন হইল না। এই শক্তি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষীণও হয় নাই, বরং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম—আমি মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিলাম। আমার আর দুঃখ বা যন্ত্রণা নাই। *** *** ***

*** *** *** *** ***

আমার মৃতদেহ পুনরায় সম্মুখে উপস্থিত। ইহা কেবল পলকের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই দেহ ধবল-বর্ণ ও বিকটাকার ধারণ করিয়াছে। এখনও ইহার চৈতন্য যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। কারণ আমিই ইহার চৈতন্য

আমি এখনও ক্রিয়াশীল রহিয়াছি। আমরা উভয়েই এক, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পৃথগ্‌ভূত হইলেও আমরা উভয়েই বিদ্যমান ও চিন্তাশীল।

আমার নির্ব্বাণের আর বিলম্ব কি? কতক্ষণে আমার চৈতন্য-শক্তি তিরোহিত হইবে? মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিলাম—তাহার প্রত্যেক স্তর ও প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। সুতরাং তন্মধ্যস্থ পদার্থ পরীক্ষা করিতে এবং তাহা স্পর্শ করিতে আমার কোন কষ্ট হইল না। পদার্থ স্পর্শ করিলাম। কিন্তু কাহার অঙ্গুলী-সংযোগে? তাহা নির্ণয় করিতে পারি না বটে—কিন্তু পদার্থের গাঢ় শীতলতা ও আটাল কর্দ্দমবৎ অনুভূতি স্বপ্নযোগেও বেশ ধারণা হইয়া ছিল। আমার শরীরের রক্ত একেবারে জমিয়া গিয়াছে—দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী নানাবিধ পরিবর্ত্তন-সহকারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার আণবিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার এক্ষণে কিরূপ মনের ভাব, তাহা আমি আর বর্ণনা করিতে পারিতেছিনা। আমি ঐ ছিলাম---অথবা আমার এই আমিত্ব-বোধ ঐ মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—আমার অন্য কোন-রূপ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ইত্যাকার চিন্তা বা অনুশীলন করিবার আর আমি সময় পাইলাম না। এক আশ্চর্য্য ও অভিনব পরিবর্ত্তন আমার চিন্তা-প্রবাহে উপস্থিত হওয়ায় সেই দিকেই আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

এখনও সেই প্রলয়কালীন ভীষণ অন্ধকার আমার চতুর্দ্দিক্

আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও সেই অন্ধকারের ঘনতা ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অধিকন্তু আমার সম্মুখে একটী বিরাট্ ঘড়ি লম্বিত রহিয়াছে। আমি যে দিকেঁ ফিরি বা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই আমার সম্মুখে এক বিরাট্ ঘড়ি দেখিতে পাই। তাহার পশ্চাদ্ভাগ নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ, আর সম্মুখভাগ অতিদীপ্তিমান্, স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ। তাহার বিশাল "ডায়াল" (Dial) ও পেণ্ডুলুম্ দেখিলেই মনে হয়, যেন অনন্ত ও অব্যক্ত কালের অনন্তত্ব নষ্ট করিবার জন্যই তাহারা অবিরাম নিয়মিত গতিতে মিনিট্ ঘণ্টাদি দ্বারা কালের বিভিন্ন বিভাগ ব্যক্ত করিতেছে। কাঁটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম—পাঁচটা বাজিয়া সাত মিনিট্ হইয়াছে। ঠিক্ এই সময় কিয়াটো নগরে আমার এই মর্ম্মান্তিক যাতনার প্রথম সূত্রপাত। এই কথা মনে উদিত হইতে না হইতেই সেই ভীষণ দৃশ্যের পুনরভিনয় আরব্ধ হইল। মনে হইতে লাগিল—সেই ভূগর্ভে সন্তরণ দিতেছি—ভূপৃষ্ঠে ঘন ঘন আহত হইতেছি—সেই হতভাগ্য ভগ্নী-পতির সমাধি দর্শন করিতেছি—তাহার সেই মৃত দেহের অস্থি পঞ্জর, তাহার সেই কারখানার কলে শোচনীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিতেছি! ভগ্নীর গৃহে সেই পূর্ব্বোক্ত ভাবে গমন করিতেছি এবং তাঁহার যন্ত্রণা ও তাঁহাকে উন্মত্তা হইতে দেখিতেছি। পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখনও ঠিক্ সেইরূপ দেখিতে লাগিলাম; তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে সেই সকল ভীষণ

ও মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া ভীত বা মর্ম্মাহত হই নাই, বা তদনুরূপ কোন অনুভূতির সঞ্চার হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে অনুভূতি পূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে। আমি কখন ভীত—কখন চমকিত—কখন মর্ম্মাহত, কখন বা বিপদাশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িতেছিলাম। এমন কি, জাগ্রত কালের অসহনীয় উদ্বেগ ও অশান্তি, তৎকালে স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায় একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছিলাম। আমার এই অশান্তি, পূর্ণ-মাত্রা করিবার জন্য, আবার আমার ধারণা হইল—আমি একেবারে পঞ্চত্ব পাইয়াছি।

আবার ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। পাঁচটা বাজিয়া সাড়ে সাত মিনিট্। "কই—দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত হয় নাই!" যেমন চিন্তা করিয়াছি, অমনি ঘড়ির কাঁটাটী আস্তে আস্তে পশ্চাদ্দিকে সরিয়া ঠিক সাত মিনিটে থামিল। আবার তদ্দণ্ডে সেই পূর্ব্বঘটনার পুনরভিনয় আরব্ধ হইল। পুনর্ব্বার ভূগর্ভে সন্তরণ—ভগ্নীপতির অস্থি-পঞ্জর-দর্শন ইত্যাদি সেই ভীষণ দৃশ্য!

আবার ঘড়ির দিকে চাহিলাম। পাঁচটা বাজিয়া সাড়ে সাত মিনিট্। অর্দ্ধ মিনিট্ কাল মধ্যেই এই সকল সুদীর্ঘ-কালব্যাপী ঘটনার অভিনয় শেষ হইয়াছে। আমি ভয়-বিহ্বল নেত্রে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া আছি। কি আশ্চর্য্য! ঘড়ির কাঁটা পশ্চাদভিমুখে সরিতে লাগিল—এবং আমি

পূর্ব্বের ন্যায় সম্মুখাভিমুখে পরিচালিত হইতে লাগিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী পুনরভিনীত হইতে লাগিল। এই অভিনয়ের আর শেষ নাই। কখন যে আরম্ভ—কখন যে অন্ত হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনন্ত কাল—অসংখ্য অভিনয়। তাহার আদি নাই অন্ত নাই, আমারও যাতনার সীমা নাই। আমার চৈতন্য-শক্তিরও ক্ষমতা যেন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বা দশ গুণ, কতই যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারও নিরূপণ নাই। অনন্ত কালস্রোতে মগ্ন হইয়া কতই যে স্থান দর্শন করিলাম, হতভাগ্য জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনা, যখন যে সময়ে ও যেরূপ অবস্থায় ঘটিয়াছিল, তত্তাবৎ প্রত্যেক ঘটনা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিয়াটো নগরে যে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জ্বলন্ত, পরিস্ফুট ও যন্ত্রণা-দায়ক।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, আমার আমিত্ব-শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিতা ও বলবতী হইয়াছে। তাহার শক্তি ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা দশ গুণ বর্দ্ধিত করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিয়াছে। এক সময়ে এবং একই স্থানে বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন স্থানের সংঘটিত ঘটনা—আমি দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু অন্যান্য ঘটনা গুলির আবৃত্তি বেশী হইত না। কিয়াটো নগরের ঘটনাই পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইত এবং আমার ভগ্নী-পতির অস্থি-পঞ্জর, ভগিনীর মানসিক বিকৃতি ও তাঁহার মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াদি বেশী দেখিতে পাইতাম। ভূগর্ভে সেই

নরক-যন্ত্রণার অনুভূতি, বোঞ্জ তামুরার গল্পচ্ছলে আধ্যাত্মিক উপদেশ এবং তাঁহার বিদ্রূপ ও অবহেলা—যখন যাহা করিয়াছি, তাহা সমুদায় দেখিতে পাইতাম। আমি কখন শিশু হইয়া মায়ের স্তন্য পান করিতেছি—কখন বালক হইয়া মায়ের ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কোলে চড়িতেছি—কখন তাঁহাদের প্রতি উৎপাত করিতেছি—কখন বা কিশোর হইয়া তাঁহাদের নিকট নানাবিধ সদুপদেশ গ্রহণ করিতেছি! একদা আমার জনৈক বন্ধু জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম। সেই ঘটনাও আমি দেখিতে পাইতাম। তাঁহার পিতা তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, তাহারও পুনরভিনয় আমি দেখিতে পাইতাম।

বোঞ্জ তামুরার সেই পুনর্জন্মবাদ প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। তিনি আমাকে ইহা বুঝাইবার জন্য যে সকল দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দিতেন, তাহাও পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইতাম। তিনি বলিতেন "পুনর্জন্মে অবিশ্বাস কেন? বৃক্ষ লতা প্রতি বৎসর ফল-ফুলে শোভিত হয় কেন? ইহা কি দেখিতে পাওনা? জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিবে না কেন?"

আমার হঠাৎ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত হইল এবং যেমন ঘড়ির কাঁটার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি, অমনই বোঞ্জের মুখ-নিঃসৃত মহাবাক্য শুনিতে পাইলাম—

"In that case, I fear, you would have only to open and to shut the temple door, over and over again, during a period which, however short, would seem to you an eternity."

"এইরূপ ক্ষেত্রে আমার বোধ হয়, আপনাকে পুনঃ-পুনঃ সেই মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটন ও বন্ধ করিতে হইবে এবং সেই সময় অতি যৎসামান্য হইলেও আপনার নিকট অনন্তকাল রূপে প্রতীয়মান হইবে।

ঘড়ি অপসারিত হইল—অন্ধকার দূরীভূত হইল—জাহা-জের লোকের কোলাহলে বোঞ্জের মহাবাক্য আর শুনিতে পাইলাম না। আমি সভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে জাগিয়া উঠিলাম।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।

অষ্টম অধ্যায়।

অনুতাপ ও শান্তি।

যথাকালে হ্যমবার্গ পৌছিলাম, এবং আমার অংশীদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে আমার দৈহিক বর্ণের ও মুখাকৃতির এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তিনি আমাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার অনুমত্যানুসারে অচিরাৎ আমি নুরেনবার্গে রওনা হইলাম। আত্মীয় স্বজনের সন্দর্শন লালসা অত্যন্ত বলবতী।

কিন্তু নুরেনবার্গ পৌছিবা মাত্রই আমার দুঃস্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিয়োটো নগরে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহার কোন অংশই মিথ্যা নহে—সমস্ত ঘটনাই যথাযথ প্রকৃত। সেই কাষ্ঠের কারখানায় আমার ভগ্নী-পতির শোচনীয় মৃত্যু ঘটনা—সেই শোকে আমার ভগ্নীর উন্মাদরোগাৎপত্তি—য়িহুদিনীর হস্তে ন্যস্তা হতভাগিনী ভগিনেয়ীর সতীত্ব নাশ—অনাথাশ্রমে সংক্রামক রোগে বালক

বালিকাগণের অপমৃত্যু এবং এক ভাগিনেয়ের স্মুদ্র যাত্রা—সমস্তই জ্বলন্ত সত্য। আমারই কেবল ধৃষ্টতা ও অবিমৃষ্য-কারিতায় এই সুখের সংসার ছারকার হইল এবং আমি কেবল তাহাদের বিরহ জনিত নৈরাশ্য ও মর্ম্মান্তিক বেদনা আজীবন ভোগ করিবার জন্যই বাঁচিয়া রহিলাম।

যখন এই সকল মর্ম্মভেদী সংবাদ আমার কর্ণগোচর হয়, তখন আমি সংজ্ঞা শূন্য ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। কিন্তু চৈতন্য বিলোপের পূর্ব্বে তত্রত্য প্রধান বিচারকের কয়েকটী কথা আমার স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি আপনি কিয়োটো নগর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তারযোগে আপনার ঠিকানা ও আপনার আত্মীয়গণের উদ্ধার কল্পনা সংবাদ পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহাদের এইরূপ দুর্গতি হইত না। তাহাদের যে আপনার ন্যায় ধনবান আত্মীয় আছেন, তাহা কেহই জানিত না। সুরেনবার্গে তাহারা যেরূপ অবস্থায় থাকিত, তাহাতে নিরাশ্রয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব-পর তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অন্য কোনরূপ উত্তম ব্যবহার আপনি আশা করিতে পারেন না। যাহা হউক তাহাদের এই শোচনীয় পরিণামে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

বিচারকের কথা শুনিয়া আমার যে কেমন মর্ম্মবেদনা ও আত্মগ্লানি উপনীত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। পূর্ব্বাপর

ঘটনাগুলি জ্বলন্ত মূর্ত্তিরূপে দৃষ্টিপথে উপনীত হইতে লাগিল। স্বামী-শোকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর উন্মাদরোগোৎপত্তি—অনাথাশ্রমে বালক বালিকার অপমৃত্যু—ভাগিনেয়ীর সতীত্ব নাশ—এই সকল দুর্ঘটনার জন্য অপরাধী কে? বোম্ব তামুরার সদুপদেশ কেন গ্রহণ করি নাই? কেন যমাবুশীর অলৌকিক শক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ পাইয়াও তাহা বিশ্বাস করি নাই? কেন আগমন বার্ত্তা তারযোগে বিজ্ঞাপন করি নাই? কিন্তু অসময়ের আত্মগ্লানি বা অনুতাপ বৃথা। দূরস্থ ঘটনাবলী-দর্শন সামান্য অনুভব করিয়াও তাহা বিশ্বাস করি নাই, তাহার এই অবশ্য-ভাবী ও অপরিহার্য্য পরিণাম। আমার প্রায়শ্চিত্ত যথোপযুক্ত ও সুবিধেয় সন্দেহ নাই। কয়েক দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে ব্যস্ত থাকায় এই সকল চিন্তায় আমাকে বেশী অভিভূত করিতে পারে নাই। আমার ভগিনীকে অনাথাশ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে রাখিলাম; তাঁহার কন্যাকে য়িহুদিনীর হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক ভগিনীর সেবা-শুশ্রূসায় নিযুক্ত করিলাম। পিশাচী য়িহুদিনী তাহার কৃত অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ হইল। কিন্তু হায়! সকলই অব-শেষে আমাকে পরিত্যাগ করিল। আমার হৃদয়ের অবশিষ্ট আশা ভরসা শরীরের বলবীর্য্য সকলই বিলুপ্ত হইল। আমার মস্তিষ্ক ব্যাধি উৎপন্ন হওয়ায় আমি উন্মাদ হইলাম। কয়েক সপ্তাহ আমার জীবনের আশা ছিল না; কিন্তু যন্ত্রণাময় জীবন অস্তমিত হইল না—আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। শারিরীক

ব্যাধির উপশম হইল বটে, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। যখনই একাকী থাকিতাম, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে পাইতাম। কখন ভগিনীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মৃত দেহের বিশ্লেষণ দেখিতাম—কখন বা তাঁহার চৈতন্য শূন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া কলাপ দেখিতাম—কখন বা হতভাগিনী ভাগিনেয়ীর কমণীয় ও সুকোমল বদন মণ্ডলের প্রতি সতৃষ্ণ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়। হতভাগিনীর কমল বিনিন্দিত বদন কান্তি দিবাভাগে বেশ পরিস্ফুষ্ট নয়ন গোচর হইত, এবং বালিকার অমূল্য নিধি সতীত্ব রত্ন অপহৃত হইলেও তাহার স্বভাবের চাঞ্চল্য বা অন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইত না; অথচ রাত্রিকালে কি ভয়ানক! বালিকার চরিত্র-দুষ্টি-জনিত অশ্লীল ব্যবহার ও জুগুপ্সিত ক্রিয়াদি প্রত্যক্ষ করিয়া কেমন একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা ও উদ্বেগে অস্থির হইয়া পড়িতাম। এক্ষণে এই সকল দৃশ্য আর স্বপ্নবৎ বোধ হইত না, প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইত। স্বপ্নের মত ছায়ারূপ ও অস্পষ্ট নহে, বেশ পরিষ্কার ও পরিস্ফুষ্ট। আমার অন্তর্প্রকৃতি দৈজ্-জিনের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি যাহা দেখিতাম, তাহা কেবল ভীষণ ও ভয়াবহ, হতাশ ও নৈরাশ্য ব্যঞ্জক, এবং তীব্র গ্লানি ও যন্ত্রণাপ্রদ দৃশ্য ভিন্ন মনোহর বা চিত্ত-রঞ্জক—আশা বা সান্ত্বনা দায়ক—অথবা অন্য কোন প্রকার সুখদ বা আনন্দপ্রদ দৃশ্য দেখিতে পাইতাম না।

আমার বয়স প্রকৃত পক্ষে ত্রিশ বৎসর হইলেও আমি

ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধরূপে পরিণত হইয়াছি। দেহে জরা-বার্দ্ধক্য উপনীত হইয়াছে। অবিরাম দুঃস্বপ্নে ও নানাবিধ উদ্বেগ ও অশান্তিতে শরীর ও প্রাণ জীর্ণ ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এক দিনের জন্য ও মনে শান্তি বা আরাম নাই। এক্ষণে নাস্তিক্য ও সন্দেহবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, মানবের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কিন্তু কিরূপে এক্ষণে দৈজ্-জিনের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করি, সেই জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম কিয়োটো নগরে সেই যমাবুশীর অনুসন্ধান করিব তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইব—তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব এবং আমার কৃতাপরাধ জন্য যে আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সেই "দৈজ্-জিন"কে পুনরাবাহন পূর্ব্বক আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূরীকরণ জন্য অনুরোধ করিব।

তিন মাস পরে আমি পুনরায় কিয়োটো নগরে উপনীত হইলাম। পুনরায় সেই পরম সুহৃৎ তামুরার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং যমাবুশীর দর্শনের তীব্র বাসনা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা প্রকাশ করিলেন তাহাতে আমি অতল নৈরাশ্য-হ্রদে নিমজ্জিত হইলাম। যমাবুশী তীর্থ-যাত্রা করিয়াছেন—কোথায় বা কোন্ জনপদে আছেন তাহার স্থিরতা নাই, যদি তাঁহার মৃত্যু না ঘটে, তবে সাত বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারেন—ইতিমধ্যে স্বদেশ প্রত্যাগমন

জাপানী পদ্ধতি অনুসারে নিষিদ্ধ—সুতরাং তাঁহার সহিত সম্প্রতি সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

যে মহাত্মা "দৈজ-জিন"কে আবাহন পূর্ব্বক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কোন মনীষী (যমাবুশী) তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহেন, ইহা বোঙ্গ তামুরা সম্যক রূপে অবগত থাকিলেও আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বিভিন্ন যমাবুশীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব অক্ষমতা-প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত কিছু কাল বাস করিয়া অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন যে, যদি আধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা সহকারে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন ও তাহার অনুশীলন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই শক্তি কর্ত্তৃক আমার দুঃখ যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইবে। "দৈজ-জিন"কে দূরীকরণ জন্য প্রথমে উপযুক্ত চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, কিন্তু তাহারা যদি কাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তবে তাহাদিগকে দূরীভূত করা অতীব অসাধ্য; এমন কি, তাহারা অধিকৃত দুর্ভাগ্যের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে।

অনন্যোপায় হইয়া আমি তাঁহাদের সদুপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। যাহাতে সুদীর্ঘ কাল তাঁহাদের সৎসঙ্গে বাস করিতে পারি, এবং যাহাতে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে উপশান্ত হইতে পারি, তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার হামবার্গের

অংশীদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যবসায়ের দেনা পাওনা সুস্থির করিয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করিলাম। লাভের যেরূপ প্রত্যাশা করিতাম তাহাপেক্ষা প্রচুর লাভবান হইয়াছি, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু অর্থের প্রতি আর আমার আশক্তি বা কোনরূপ আকর্ষণ নাই। আমার জীবন দুর্ব্বিবহ ভাররূপে পরিণত হইয়াছে; আমি যেরূপ বিপদাপন্ন তাহাতে অর্থের দ্বারা সেই বিপদ মোচন হইতে পারে না। সুতরাং ভাবী-জীবনের উপায় চিন্তাও আমার একেবারে ছিল না। আমার একমাত্র আত্মীয় কেবল এক ভাগিনেয় অবশিষ্ট ছিল। সে যদি কখন সমুদ্র-যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হয়, সেই আশায় তাহাকে আমার সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলাম; কিন্তু আমার অংশীদারের নিতান্ত অনুরোধে আমার ভাবী-জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যৎসামান্য অর্থ তাঁহারই নিকট ন্যস্ত রাখিলাম। এক্ষণে একমাত্র অধ্যাত্ম জ্ঞানই আমার লক্ষ্য, ইহাই একমাত্র আমার বিপদের কাণ্ডারী। আত্মগরিমা আমার প্রবল শত্রু, ইহারই জন্য আমি এইরূপ বিপন্ন, ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া আত্মাভিমানের মূলে কাঠারাঘাত করিলাম, এবং অধ্যাত্ম বিদ্যালাভে জীবন উৎসর্গ করিলাম। কিয়োটো নগরে যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিলাম, এবং নির্জ্জনে যাইয়া জাপানী যোগীগণের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। স্বধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অপরের সহিত কখন সাক্ষাৎ করিতাম না।

বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। প্রকৃতির নানা গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। নিম্ন শ্রেণীস্থ অতীন্দ্রিয় জীবগণের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা উৎপন্ন হইল, কিন্তু "দৈজ-জিনে"র অদ্ভুত রহস্য কিছুই জানিতে পারিলাম না। উন্নত-যোগবিৎ যমাবুশীগণের মধ্যে কেহ কেহ "দৈজ-জিনে"র উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন অধিকাংশ যমাবুশী অন্যান্য নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিদ্যায় উন্নীত হইলেও "দৈজ-জিন"কে শাসনাধীনে আনিতে পারিতেন না। যে সকল যোগী যোগ-মার্গের সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সকল "দৈজ-জিন"কে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন, এবং তাহাদের দ্বারা নানাবিধ অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার সেই উচ্চ স্থান পাওয়ার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বাল্য-শিক্ষা ও বদ্ধমূল সংস্কার তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, সুতরাং উন্নত যোগী ও ভবিষ্যদ্বক্তা হইবার আশা পরিত্যাগ করিলাম।

ক্রমান্বয়ে যমাবুশীগণের সৎসঙ্গে আমার যাতনা যথেষ্ট উপশান্ত হইল। কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য-দর্শন জনিত যন্ত্রণা দূর হইল না। আমার বিপদের কারণ এবং সুখ শান্তিহারক সেই যমাবুশীর কোনই সন্ধান করিতে পারিলাম না। সুতরাং তাঁহার সহিত পুনর্দর্শনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় ইয়ুরোপ গমন করিয়া অবশিষ্ট জীবন তথায় কোন নির্জ্জন স্থানে অতিবাহিত করিব, সংকল্প করিলাম। আমার ভূতপূর্ব্ব

অংশীদারের সাহায্যে সুইজরলণ্ডে একটী কুটীর ক্রয় করিলাম। এই কুটীরের সহিত আমার যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল—এই কুটীরে আমার ও আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্ম হইয়াছিল—এই কুটীরেই আমার বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, সুতরাং এই কুটীরই আমার ভাবী-জীবনের উপযুক্ত যোগাশ্রম স্থির করিলাম।

ইয়ুরোপ-যাত্রাকালে শ্রদ্ধেয় বোঞ্জ তামুরার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে নানাবিধ সান্ত্বনা ও উপদেশ দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "বৎস, তোমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তোমার স্বকীয় কর্ম্ম-জন্য মনে করিবে। কারণ, মানবের সুখ দুঃখ স্বকীয় শুভাশুভ-কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন হয়। যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দৈত্য-জিনের কর্তৃত্বাধীনে গমন করে, এবং যথাকালে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারা যোগ-মার্গের উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে অসমর্থ, তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই পিশাচগণের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য তাহাদিগকে পুনরায় এই মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৎস, হতাশ হইও না, তুমি এক্ষণে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। যাহা তুমি বিশ্বাস করিতে না, তাহাতে তোমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। যাহাকে তুমি ঘৃণা করিতে, তাহাকে এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধা করিয়া থাক। তোমার নাস্তিক্য ও সন্দেহব্যাধি নিরাকৃত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছ।

বৎস, তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। পাপাত্মা "দৈজ-জিন" আর তোমাকে বিপথে লইয়া যাইতে পারিবে না। প্রকারান্তরে তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছ। যাও বৎস, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী "কৃপা-দেবী" (Mother of Mercy, the great Queen of Heaven) "তোমাকে সুখী ও দীর্ঘায়ু করুন।"

তদবধি এই স্থানে ভিক্ষুবেশী সন্ন্যাসী রূপে অহর্নিশি নির্জ্জনে কালাতিপাত করিতেছি। অধ্যয়নই জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে জীবনের পূর্ব্বস্মৃতিতে আত্মগ্লানি ও অনুতাপ হয় বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ পরমযোগী ও অধ্যাত্মবিৎ যমাবুশীগণের প্রসাদে ও সৎসঙ্গে যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহার আলোচনায় বিপুল আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিয়া থাকি। হৃদয়ে আর নাস্তিক্য বা সন্দেহ-বাদ নাই—মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিতে আর অবিশ্বাস নাই। এক্ষণে আমি পরম শান্তি উপভোগ করিতেছি।